বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

[সমাজসেবা অধিদপ্তর নিবন্ধন নং- ২১, তারিখ: ১০/০৮/১৯৭৬
অবসর ভবন
৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৯।
ফোন : ২২২২৪০৯০, ২২২২৪০১৮৯, ২২২২৪০১৪৪।

নং-০১/২০২৬-৩৪৫(৫০০০) তারিখ : ০৩/০৫/২০২৬

বিশেষ জরুরী সাধারণ সভার নোটিশ

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্তক্রমে সমিতির গঠনতন্ত্রের ১৫(২) ধারা অনুযায়ী বিশেষ জরুরী সাধারণ সভা আগামী ২২ মে, ২০২৬ শুক্রবার বিকেল ৩.৩০ ঘটিকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন অডিটরিয়ামে (৬৩ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১২১৭) অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে যথাসময়ে জরুরী সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সমিতির প্রত্যেক জেলা শাখার চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদককে উক্ত জরুরী সাধারণ সভায় যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো। আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

(মোঃ ইসমাইল হোসেন)
প্রশাসক
(অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব)

আলোচ্যসূচী :

১. পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ।
২. প্রয়াত সদস্যগণের মাগফেরাত/শান্তি কামনা করে দোয়া/প্রার্থনা।
৩. সমিতির প্রশাসক কর্তৃক স্বাগত ভাষণ।
৪. সমিতির উন্নয়নের অগ্রগতির বিষয়ে উপস্থাপনা ও আগামীর ভাবনা।
৫. আমন্ত্রিত অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য।
৬. সমিতির গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবিত সংশোধনী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৭. সমিতির নির্বাচন বিধিমালার প্রস্তাবিত সংশোধনী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৮. সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রে ডায়ালাইসিস সেন্টার চালুর জন্য জনবল বৃদ্ধি ও অর্গানোগ্রাম সংশোধন বিষয়ক কমিটির সুপারিশের আলোকে সৃজিত পদসমূহ অনুমোদন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৯. বিবিধ।
১০. সমিতির প্রশাসক কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সভার সমাপ্তি ঘোষণা।

বিতরণ :

(ক) সমিতির সকল সদস্য।
(খ) জেলা শাখা সমিতিসমূহের সকল চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক।

বিঃ দ্রঃ (ক) সমিতির গঠনতন্ত্র, নির্বাচন বিধিমালা, অর্গানোগ্রামের প্রস্তাবিত সংশোধনী সম্পর্কে আলোচনা করতে ইচ্ছুক সম্মানিত সদস্যগণকে আগামী ১৫ মে, ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রশাসক বরাবরে নাম প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(খ) অনুগ্রহ করে নোটিশ বইটি সাথে আনার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(গ) সমিতির বিশেষ জরুরী সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ১৮ মে ২০২৬ তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন এবং কুপন সংগ্রহ অথবা নিম্নের টেলিফোন নাম্বারসমূহে ফোন করে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। যে সকল সম্মানিত সদস্য ফোনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করবেন তাঁদের প্রবেশ কুপন অনুষ্ঠানের দিন সভাস্থলে প্রদান করা হবে। প্রবেশ কুপন ব্যতীত সভায় অংশগ্রহণ সম্ভবপর হবে না।
মোবা: ০১৬১৪৩০৮৩০০, ০১৬১০০৭৮৬৬৬, ০১৫১৮৬৭৬০৮৩।

অত্র সমিতির গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটি কর্তৃক আনীত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব ২০২৬

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
ধারা-৫	**৫. পরিচালনার সাধারণ নীতিমালা**	৫. পরিচালনার সাধারণ নীতিমালা		
	(ক) সমিতি গঠনতন্ত্র জোরদার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখিবে, যেখানে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, অন্যের প্রতি ও নিজেদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করিবে এবং যেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কার্যকর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।	(ক) সমিতি গঠনতন্ত্র জোরদার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখিবে, যেখানে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, অন্যের প্রতি ও নিজেদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করিবে এবং যেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কার্যকর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করা।	'উৎসাহিত' শব্দটি নতুনভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
ধারা-৬	**৬. সংজ্ঞা**	৬. সংজ্ঞা		
	অন্যত্র যাহাই থাকুক না কেন গঠনতন্ত্রে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ প্রাসংঙ্গিক শব্দসমূহের *নিম্ন*লিখিত অর্থ বুঝাইবে : - 'অঙ্গা সংস্থা' বলিতে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন অঙ্গা সংস্থাকে বুঝাইবে।	অন্যত্র যাহাই থাকুক না কেন গঠনতন্ত্রে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ প্রাসংঙ্গিক শব্দ সমূহের নিম্নলিখিত অর্থ বুঝাইবে : (ক) 'অঙ্গ সংস্থা' বলিতে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থাকে বুঝাইবে।	সংজ্ঞার প্রত্যেকটি উপধারা বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।	যৌথ সভায় অনুমোদিত

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
	- 'উপ-কমিটি' বলিতে কার্যনির্বাহী কমিটি/ সভাপতিকে সাহায্য করিবার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি বা অঞ্জ সংস্থা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত উপ-কমিটিকে বুঝাইবে।	(খ) 'উপ-কমিটি' বলিতে কার্যনির্বাহী কমিটি/ সভাপতিকে সাহায্য করিবার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি বা অঙ্গ সংস্থা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত উপ-কমিটিকে বুঝাইবে।		
	বিদ্যমান গঠনতন্ত্রে উপদেষ্টা পরিষদের বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই।	(গ) উপদেষ্টা পরিষদ: 'উপদেষ্টা পরিষদ' বলিতে গঠনতন্ত্রের অধীনে অনুমোদিত উপদেষ্টা পরিষদকে বুঝাইবে।	'উপদেষ্টা পরিষদ' হিসেবে সংগঠনের নতুন একটি পরিষদ গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে সংগঠনের ব্যাপকতার কারণে ৫ (পাঁচ) জন সিনিয়র সদস্যদের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদের প্রয়োজন অনুভূত হয়।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
	বিদ্যমান সংজ্ঞা নেই	(ছ) 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক' বলিতে গঠনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচিত সমিতির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদককে বুঝাইবে।	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক নামে নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে।	যৌথ সভায় অনুমোদিত
	- 'পেনশন (অবসর ভাতা)' বলিতে আংশিকভাবে প্রদেয় হউক বা না হউক, যে কোন অবসর ভাতা, যাহা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয় এবং কোন ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা বা ইহার সহিত সংযোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যার্পণ বাংলাদেশে দেয় অবসরকালীন বেতন বা আনুতোষিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।	(ড) 'পেনশন (অবসর ভাতা)' বলিতে সরকারী চাকুরী সমাপ্তিতে সরকার কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রদত্ত আর্থিক ভাতাদিকে বুঝাইবে।	সংজ্ঞাটি সহজীকরণের জন্য সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।	

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	**১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত**
	বিদ্যমান সংজ্ঞা নেই	(ণ) 'প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক' বলিতে গঠনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচিত সমিতির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদককে বুঝাইবে।	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নামে নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে।	যৌথ সভায় অনুমোদিত
	- 'বৎসর' বলিতে ১ জানুয়ারী হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পঞ্জিকা বৎসর বুঝাইবে।	(থ) 'বৎসর' বলিতে ০১ জানুয়ারি হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পঞ্জিকা বৎসর বুঝাইবে। তবে আর্থিক বৎসর বলিতে ১ জুলাই হতে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাইবে।	সমিতিতে সরকারি অনুদান আর্থিক বছরের ভিত্তিতে প্রদান করায় আর্থিক বছরের বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
	বিদ্যমান সংজ্ঞা নেই	(দ) 'বাষিক সাধারণ সভা' বলিতে সমিতির সাধারণ পরিষদের সভা বুঝাইবে।	'বার্ষিক সাধারণ সভা' সংজ্ঞা না থাকার কারণে সংজ্ঞায়িত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
	- 'সহকারী মহাসচিব' বলিতে গঠনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচিত সহকারী মহাসচিবকে বুঝাইবে।	(শ) বিলুপ্ত	সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কার্যনির্বাহী কমিটির পদ সংখ্যা বৃদ্ধি ও যুগ্ম মহাসচিব দুইটি পদ অর্থাৎ ১টি পদ বৃদ্ধি করায় সহকারী মহাসচিব পদ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
	- 'সহ-সভাপতি' বলিতে গঠনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচিত সমিতির একজন সহ-সভাপতিকে বুঝাইবে।	(ষ) 'সহ-সভাপতি' বলিতে গঠনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচিত সমিতির দুজন সহ-সভাপতিকে বুঝাইবে। দুজনের মধ্যে যিনি বেশি ভোটে নির্বাচিত হইবেন, তিনি সহ-সভাপতি ০১ বলিয়া গণ্য হইবেন।	সহ-সভাপতি ২ জন বিধায় সহ-সভাপতি-০১ কোনজন তা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
	বিদ্যমান সংজ্ঞা নেই	(ঢ) 'স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পাদক' বলিতে গঠনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচিত সমিতির স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পাদককে বুঝাইবে।	স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পাদক নামে নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে।	যৌথ সভায় অনুমোদিত

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
ধারা-৭	**৭. কার্যাবলী**	**৭. কার্যাবলী**		
	(গ) সরকার হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও অংশগ্রহণকারীগণের চাঁদা ও দান হইতে পেনশনার ও তাঁহাদের পরিবার-পরিজনের অবসর ও বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান যেমন বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঈদ পুনর্মিলনী, মিলাদ মাহফিল, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং প্রবীণ জনগণের সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি অনুষ্ঠান। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ যেমন ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস, মহান ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদি যথা ১লা বৈশাখ ইত্যাদি যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন।	(গ) সরকার হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও অংশগ্রহণকারীগণের চাঁদা ও দান হইতে পেনশনার ও তাঁহাদের পরিবার-পরিজনের অবসর ও বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান যেমন বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঈদ পুনর্মিলনী, দোয়া মাহফিল, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং প্রবীণ জনগণের সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি অনুষ্ঠান। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ অর্থাৎ সরকার নির্ধারিত জাতীয় দিবস এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদি যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন।	'মিলাদ মাহফিল' শব্দটি বর্তমানে প্রচলিত 'দোয়া মাহফিল' হিসেবে পরিবর্তন করা হয়েছে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন হয়। তাই প্রতিবার গঠনতন্ত্র সংশোধন করা সম্ভব হয় না। জাতীয় দিবস পৃথক-পৃথকভাবে উল্লেখ না করে এককথায় সরকার নির্ধারিত জাতীয় দিবস এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদি যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন কল্পে পরিবর্তন করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি

			কমিটির ব্যাখা	ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
	(ছ) সময় সময় শিক্ষাবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ছ) সময় সময় শিক্ষাবিষয়ক, সাংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ।	সংগঠনে স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সমিতির কল্যাণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ইহা সমিতির একটি অন্যতম বিশেষ কার্যক্রম বিধায় এখানে বিষয়টি নতুনভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
	(ঝ) দাতব্য হাসপাতাল/ ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ প্যাথলজি ল্যাব স্থাপন।	(ঝ) ঢাকা ও শাখাসমূহে দাতব্য হাসপাতাল/ডায়াগনস্টিক সেন্টার/প্যাথলজি ল্যাব স্থাপন।	সমিতির এই কার্যক্রম ঢাকা ও শাখাসমূহে ব্যাপ্তির কারণে চিহ্নিত করে সন্নিবেশ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
ধারা-৮	**৮. সদস্য পদ**	**৮. সদস্য পদ**		
	(ক) বাংলাদেশ সরকারের চাকুরি হইতে অবসরপ্রাপ্ত সকল বেসামরিক সরকারি কর্মচারী এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন; তবে তাঁহাদিগকে সমিতির গঠনতন্ত্র ও আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হইবে এবং সমিতির নির্ধারিত চাঁদা/ফিস ইত্যাদি প্রদান করিতে হইবে। কোন কর্মচারীকে যদি চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা হয় কিংবা চাকুরিকালীন সময় তিনি যদি কোন অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত হন বা অবসরকালীন সময়ে কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় বৈতনিক বা অবৈতনিক কোন কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে যদি নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজের জন্য ঐ পদ হইতে অপসারিত হন অথবা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তবে তিনি সমিতির সদস্য পদ লাভে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন। যে সকল বেসামরিক সরকারি কর্মচারী স্বাভাবিক নিয়মে সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছেন	(ক) বাংলাদেশ সরকারের চাকুরি হইতে অবসরপ্রাপ্ত সকল বেসামরিক সরকারি কর্মচারী এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন; তবে তাঁহাদিগকে সমিতির গঠনতন্ত্র ও আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হইবে এবং সমিতির নির্ধারিত চাঁদা/ফিস ইত্যাদি প্রদান করিতে হইবে। কোন কর্মচারীকে যদি চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা হয় কিংবা চাকুরিকালীন সময় তিনি যদি কোন অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত হন বা অবসরকালীন সময়ে কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় বৈতনিক বা অবৈতনিক কোন কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে যদি নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজের জন্য ঐ পদ হইতে অপসারিত হন অথবা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তবে তিনি সমিতির সদস্য পদ লাভে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন। যে সকল বেসামরিক সরকারি কর্মচারী স্বাভাবিক নিয়মে সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাও পেনশন সুবিধাদি অনুমোদিত		যৌথ সভায় সুপারিশকৃত

	তাঁহারাও পেনশন সুবিধাদি অনুমোদিত হওয়ার পূর্বে সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন; তবে এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের সর্বশেষ বেতনের উপর চাঁদা ইত্যাদি নির্ধারিত হইবে।	হওয়ার পূর্বে সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন। (ক) (১) কোন কর্মচারী কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে কিংবা বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষনা বা স্বীকার করিলে তিনি সমিতির সদস্য পদ লাভে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন । (২) কোন সরকারি কর্মচারি সিভিল সার্জন কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হইলে তিনি সমিতির সদস্য পদ লাভে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন । (৩) কোন সরকারি কর্মচারি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজসকারী (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে তিনি সমিতির সদস্য পদ লাভে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন বা সদস্য পদ হারাইবেন। (৪) কোন সরকারি কর্মচারি ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইনের অধীন কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে তিনি সমিতির সদস্য পদ লাভে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন বা সদস্য পদ হারাইবেন।	সদস্য পদের যোগ্যতা অধিকতর স্পষ্টীকরণের জন্য বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে সন্নিবেশ করা হয়েছে।	
গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত

	(গ) প্রত্যেক সদস্য পদপ্রার্থীকে নির্ধারিত ফরমে সমিতির মহাসচিব বা কার্যনির্বাহী কমিটির মনোনীত অন্য কোন ব্যক্তির বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। ঐ আবেদনপত্র কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইলে আবেদনকারী সমিতির তালিকাভুক্ত ও রেজিষ্ট্রিকৃত সদস্য হিসাবে গণ্য হইবে।	(গ) প্রত্যেক সদস্য পদপ্রার্থীকে তফসিলে নির্ধারিত ফরমে সমিতির মহাসচিব বা কার্যনির্বাহী কমিটির মনোনীত অন্য কোন ব্যক্তির বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। ঐ আবেদনপত্র কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইলে আবেদনকারী সমিতির তালিকাভুক্ত ও রেজিষ্ট্রিকৃত সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।	নির্ধারিত ফরমসমূহকে অন্যান্য বিধিমালার মত তফসিল করা হয়েছে বিধায় ‘তফসিলে’ শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
	(গ) (১) অবসরপ্রাপ্ত কোন সরকারি কর্মচারী একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও জেলা শাখা সমিতিতে সদস্যভুক্ত হইতে পারিবেন না।	(গ) (১) অবসরপ্রাপ্ত কোন সরকারি কর্মচারী যুগপৎ কেন্দ্রীয় ও জেলা শাখা সমিতিতে সদস্যভুক্ত হইতে পারিবেন না।	শ্রুতিমধুর করার জন্য একই সঙ্গে শব্দ দু'টির পরিবর্তে যুগপৎ শব্দ যোগ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
ধারা-১১	১১. সমিতির বেতনভোগী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের কার্যনির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি	১১. সমিতির বেতনভোগী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের কার্যনির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি।		
	কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির বেতনভোগী কর্মকর্তা বা কর্মচারীরূপে সর্বনিম্ন তিন বৎসর কালের জন্য চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিলে তিনি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির কার্যনির্বাহী কোন পদে তাহার চাকুরি হইতে অবসরের পর অন্ততঃ তিন বৎসর নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।	কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির বেতনভোগী কর্মকর্তা বা কর্মচারীরূপে সর্বনিম্ন তিন বৎসর কালের জন্য চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিলে তিনি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদে তাহার চাকুরি হইতে অবসরের পর অন্ততঃ তিন বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।	স্পষ্টীকরণের জন্য 'কার্যনির্বাহী' কোন পদে স্থলে 'কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদে' রুপে সন্নিবেশ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
ধারা-১৩	**১৩. সমিতির গঠন**	**১৩. সমিতির গঠন**		
	(ক) সমিতির সকল সদস্য এবং অনুমোদিত শাখা সমিতিসমূহের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকগণের সমন্বয়ে সমিতির একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে।	**(ক) সাধারণ পরিষদঃ** সমিতির সকল সদস্য এবং অনুমোদিত শাখা সমিতিসমূহের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকগণের সমন্বয়ে সমিতির একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে। **(ক) (১) উপদেষ্টা পরিষদঃ** সমিতির সদস্যদের মধ্য হইতে ০৫(পাঁচ) সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে। এই উপদেষ্টা পরিষদ নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভায়	'সাধারণ পরিষদ' শব্দটি স্পষ্টীকরণের জন্য নতুনভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। 'উপদেষ্টা পরিষদ' হিসেবে সংগঠনের নতুন একটি পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত

		অনুমোদনের মাধ্যমে গঠিত হইবে।	হয়েছে। বর্তমানে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ও কাজের ব্যাপকতার জন্য ০৫ (পাঁচ) জন সিনিয়র সদস্যের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদের প্রয়োজন অনুভূত হয়।	
	খ) (১) ১লা জানুয়ারী হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের জন্য সপ্তদশ ধারা মোতাবেক নিম্নলিখিত ১৯টি পদে সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:	**(খ) (১) কার্যনির্বাহী কমিটি: খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার ০১** জানুয়ারি হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের জন্য **১৭** ধারা মোতাবেক নিম্নলিখিত ২৫টি পদে সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:	'কার্যনির্বাহী কমিটি' খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার ০১ জানুয়ারি শব্দটি অধিকতর স্পষ্টীকরণের জন্য নতুন সন্নিবেশ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
	(১) সভাপতি ১ (এক) (২) সহ-সভাপতি ২ (দুই) (৩) মহাসচিব ১ (এক) (৪) কোষাধ্যক্ষ ১ (এক) (৫) যুগ্ম মহাসচিব ১ (এক) (৬) যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ ১ (এক) (৭) সহকারী মহাসচিব ১ (এক) (৮) সদস্য ১১ (এগার) (২) উপরিউক্ত ১৩ (খ) (১) উপধারায় গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি স্ব-স্ব বিভাগের শাখা সমিতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হইতে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিনিধি সহযোজন করিতে পারিবেন :	(১) সভাপতি ১ (এক) (২) সহ-সভাপতি ২ (দুই) (৩) মহাসচিব ১ (এক) (৪) কোষাধ্যক্ষ ১ (এক) (৫) যুগ্ম মহাসচিব ২ (দুই) (৬) যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ ১ (এক) (৭) স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পাদক ১ (এক) (৮) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১ (এক) (৯) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ১ (এক) (১০) সদস্য ১৪ (চৌদ্দ) (২) উপরিউক্ত ১৩ (খ) (১) উপধারায় গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি স্ব-স্ব বিভাগের শাখা সমিতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হইতে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিনিধি সহযোজন করিতে পারিবেন :	সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সংগঠনের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বিবেচনায় এবং এ ধরনের অন্যান্য সংগঠনের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে কার্যনির্বাহী কমিটির পদসমূহ পদবিন্যাস করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
	(ক) যে সকল বিভাগে দশের অধিক জেলা আছে সে সকল বিভাগ হইতে দুইজন করিয়া সদস্য ; এবং (খ) যে সকল বিভাগে দশ বা উহার কমসংখ্যক জেলা আছে সে সকল বিভাগ হইতে একজন করিয়া সদস্য।	(ক) যে সকল বিভাগে পাঁচের অধিক জেলা আছে সে সকল বিভাগ হইতে দুইজন করিয়া সদস্য ; এবং (খ) যে সকল বিভাগে পাঁচ বা উহার কমসংখ্যক জেলা আছে সে সকল বিভাগ হইতে একজন করিয়া সদস্য।	বর্তমানে দেশে ১০টি বিভাগ বিদ্যমান হওয়ায় পূর্বে দশের অধিক জেলার পরিবর্তে পাঁচের অধিক শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
	(৫) কোন ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে দুই মেয়াদের বেশী সভাপতি ও মহাসচিব পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। বিদায়ী সভাপতি ও মহাসচিব পরবর্তী এক মেয়াদে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে বহাল থাকিবেন। কোন ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে দুই মেয়াদের বেশী সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম-মহাসচিব, যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী মহাসচিব পদে নির্বাচিত বা সহযোজিত হইতে পারিবেন না। বিদায়ী সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম-মহাসচিব, যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী মহাসচিব পরবর্তী মেয়াদের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য কোন পদেও নির্বাচিত বা সহযোজিত হইতে পারিবেন না।	(৫) কোন ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে দুই মেয়াদের বেশী কোন পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না এবং পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য কোন পদেও নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। তবে উক্ত মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন।	অধিকতর স্পষ্টীকরণের জন্য এই পরিবর্তন আনায়ন করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
	(৭) অনিবার্য কারণবশত যদি ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় তবে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান কার্যনির্বাহী কমিটি ইহার কার্যক্রম চালাইয়া যাইবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নির্বাচন ৩১ শে মার্চের পরে পিছানো যাইবে না।	(৭) অনিবার্য কারণবশত: যদি ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় তবে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান কার্যনির্বাহী কমিটি ইহার কার্যক্রম চালাইয়া যাইবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নির্বাচন ৩১ মার্চের পরে পিছানো যাইবে না। তবে দৈব দুর্বিপাক বা অন্যবিধ কারণে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।	সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গঠনতন্ত্রের এ পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
	(৮) কার্যনির্বাহী কমিটিকে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হবে।	(৮) কার্যনির্বাহী কমিটিকে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।	বাংলায় সাধু রীতি করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
ধারা-১৫	**১৫. সমিতি সভাসমূহ**	**১৫. সমিতির সভাসমূহ**		
	(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি:	**(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি:**		
	কার্যনির্বাহী সভা বৎসরে অন্ততঃ ৬ বার এবং প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ ১ বার অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। মহাসচিব সভার তারিখ, সময় ও কার্যসূচী উল্লেখপূর্বক এই সভার নোটিশ জারী করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কমিটির পর পর দুইটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন, তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদ হারাইবেন এবং কমিটিতে ঐ পদ শূন্য হইয়া যাইবে।	কার্যনির্বাহী সভা বৎসরে অন্ততঃ ৬ বার এবং প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ ১ বার অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। মহাসচিব সভার তারিখ, সময় ও কার্যসূচী উল্লেখপূর্বক এই সভার নোটিশ জারী করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কমিটির পর পর দুইটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন, তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদ হারাইবেন এবং কমিটিতে ঐ পদ শূন্য হইয়া যাইবে।		

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
	বিদ্যমান কোন ধারা নেই	(খ) (১) উপদেষ্টা পরিষদ:		
		উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণও বিশেষ আমন্ত্রণে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং সময়ে সময়ে কার্যনির্বাহী কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবেন।	উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবর্গ যেহেতু সিনিয়র সদস্য হবে সেহেতু তাঁহাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য দায়িত্বের বিষয়টি সন্নিবেশ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
ধারা-১৬	**১৬. সভার নোটিশ**	**১৬. সভার নোটিশ**		
	(চ) সাধারণ সভার নোটিশ যদি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সদস্যের নিকট পাঠানো সম্ভব না হয় , তবে এই নোটিশ ঢাকার দুইটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিলে নোটিশ যথাযথ জারী হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বা কোন আকস্মিক কারণে যদি কোন সদস্যের নোটিশ পাঠানো সম্ভব না হয়, তবে তাহাতে সভার কার্যাবলী অবৈধ হইবে না।	(চ) সাধারণ সভার নোটিশ যদি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সদস্যের নিকট পাঠানো সম্ভব না হয় , তবে এই নোটিশ ঢাকার দুইটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিলে নোটিশ যথাযথ জারী হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বা কোন আকস্মিক কারণে যদি কোন সদস্যের নোটিশ পাঠানো সম্ভব না হয়, তবে তাহাতে সভার কার্যাবলী অবৈধ হইবে না। সভার নোটিশ এসএমএস এর মাধ্যমে সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা যাইবে।	বর্তমানে এসএমএস একটি অন্যতম যোগাযোগের মাধ্যম বিধায় তা সন্নিবেশ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
ধারা-১৭	**১৭. নির্বাচন**	১৭. নির্বাচন		
	(চ) ভোটের দিন উপস্থিত নিবন্ধিত ভোটার তালিকাভূক্ত প্রত্যেক সদস্যের ভোটাধিকার থাকিবে। অনুপস্থিত সদস্যের পক্ষে অন্য কেহ ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না। একজন অবসরপ্রাপ্ত পেনশনার কোন পঞ্জিকা বৎসরের ৩১ আগস্ট এর মধ্যে সমস্ত ফি' ও বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিয়া সংস্থার সদস্য হিসাবে নিবন্ধিত হইলে তিনি প্রত্যেক প্রার্থী পদের বিপরীতে পরবর্তী নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।	(চ) ভোটের দিন উপস্থিত নিবন্ধিত ভোটার তালিকাভূক্ত প্রত্যেক সদস্যের ভোটাধিকার থাকিবে। অনুপস্থিত সদস্যের পক্ষে অন্য কেহ ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না। একজন অবসরপ্রাপ্ত পেনশনার কোন পঞ্জিকা বৎসরের নির্বাচন সিডিউল ঘোষণার তারিখের মধ্যে সমস্ত ফি' ও বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিয়া সংস্থার সদস্য হিসাবে নিবন্ধিত হইলে তিনি চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবেন প্রত্যেক প্রার্থী পদের বিপরীতে পরবর্তী নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।	বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টীকরণের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
ধারা-১৮	**১৮. ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য**	১৮. ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য		
	(ঘ) সহ-সভাপতি:	**(ঘ) সহ-সভাপতি:**		
	সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি সভাপতির সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। সভাপতির অবর্তমানে যে সহ-সভাপতি নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পাইয়াছেন তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।	সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি-০১ এবং সহ-সভাপতি- ০১ এর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি-০২ সভাপতির সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। সভাপতির অবর্তমানে যে সহ-সভাপতি নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পাইয়াছেন তিনি সহ-সভাপতি-০১ হিসেবে গণ্য হইবেন।	যেহেতু ২ জন সহ-সভাপতি রয়েছে সেহেতু প্রত্যেক সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা চিহ্নিত করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
	(ঙ) (৬) সভাপতির অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনবোধে তিনি তাঁহার কোনো কাজ যুগ্ম-মহাসচিব, সহকারী মহাসচিব বা অন্য কোনো কর্মচারীর উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।	(ঙ) (৬) সভাপতির অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনবোধে তিনি তাঁহার কোনো কাজ যে কোনো যুগ্ম-মহাসচিব বা অন্য কোনো কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।		
	(চ) যুগ্ম-মহাসচিব ও সহকারী মহাসচিব: সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম-মহাসচিব ও সহকারী মহাসচিব সাময়িকভাবে মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করিবেন।	(চ) যুগ্ম-মহাসচিবঃ মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে সভাপতির অনুমোদনক্রমে যুগ্ম-মহাসচিব-০১ এবং যুগ্ম-মহাসচিব-০১ এর অনুপস্থিতিতে যুগ্ম- মহাসচিব-০২ মহাসচিবের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। যে যুগ্ম-মহাসচিব নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পাইয়াছেন তিনি যুগ্ম-মহাসচিব-০১ হিসাবে গণ্য হইবেন।		

গঠনতন্ত্রের ধারা	বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত
ধারা-২৪	**২৪. সংশোধনী**	২৪. সংশোধনী		
	(খ) সমিতির প্রত্যেক সদস্যেরই সংবিধানের সংশোধনীর প্রস্তাব আনয়নের অধিকার থাকিবে ; তবে ঐ প্রস্তাব প্রতি বৎসরের ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে মহাসচিবের নিকট দাখিল করিতে হইবে। মহাসচিব ঐ প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির বিবেচনার জন্য কমিটিতে পেশ করিবেন এবং কমিটির সুপারিশসহ তাহা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন।	(খ) সমিতির প্রত্যেক সদস্যেরই সংবিধানের সংশোধনীর প্রস্তাব আনয়নের অধিকার থাকিবে ; তবে ঐ প্রস্তাব প্রতি বৎসরের ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে মহাসচিবের নিকট দাখিল করিতে হইবে। মহাসচিব ঐ প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির বিবেচনার জন্য কমিটিতে পেশ করিবেন এবং কমিটির সুপারিশসহ তাহা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন। তবে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।	কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজন বোধে গঠনতন্ত্র সংশোধন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিষয়টি সন্নিবেশ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত
ধারা-২৬	**২৬. বিদ্যমান কোন ধারা নেই**	**২৬. নির্ভরযোগ্য পাঠ**		
		(১) গঠনতন্ত্রের বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রণীত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ বলিয়া গণ্য হইবে। তবে বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।	সংবিধানের আলোকে বাংলা ও ইংরেজি উভয় পাঠের নির্ভরযোগ্যতার জন্য নতুন এই বিধানটি সন্নিবেশ করা হয়েছে।	যৌথ সভায় সুপারিশকৃত

অত্রসমিতির গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটি কর্তৃক আনীত

নির্বাচন বিধিমালার সংশোধনী প্রস্তাব ২০২৬

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**: এই বিধিমালা বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচন বিধিমালা নামে অভিহিত হইবে।	১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** : (১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচন বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।	যে কোনো আইন ও বিধিমালার কার্যকর ও প্রবর্তনের বিধান প্রয়োজন।	অনুমোদিত
২। সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়: * "সভাপতি" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতিকে বুঝাইবে। * "সহ-সভাপতি" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সহ- সভাপতিকে বুঝাইবে। * "মহাসচিব" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির মহাসচিবকে বুঝাইবে। * "কোষাধ্যক্ষ" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির কোষাধ্যক্ষকে বুঝাইবে। * "যুগ্ম-মহাসচিব" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির যুগ্ম- মহাসচিবকে বুঝাইবে। * "যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ" বলিতে বাংলাদেশ	**২। সংজ্ঞা :** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়: (ক) "অবসর ভবন" বলিতে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির অফিস ভবন এবং ইহার সীমানা প্রাচীর এর অভ্যন্তরস্থ স্থাপনা ও ভূমি বুঝাইবে। (খ) "কার্যনির্বাহী কমিটি" বলিতে সমিতির গঠনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে বুঝাইবে। (গ) 'কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য' বলিতে সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে। (ঘ) "কোষাধ্যক্ষ" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির কোষাধ্যক্ষকে বুঝাইবে। (ঙ) "ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি	যে কোনো আইন ও বিধিমালায় সংজ্ঞা লিপিবদ্ধকরণে বাংলা বর্ণনানুক্রমিকভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। পূর্বের বিধিমালায় তা ছিল না। এখানে বাংলা বর্ণনানুক্রমিকভাবে সংজ্ঞা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সংজ্ঞায় ক্রমিকায়ন করা হইয়াছে। **ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক নামে নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব**	অনুমোদিত

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির যুগ্ম কোষাধ্যক্ষকে বুঝাইবে । * "সহকারি মহাসচিব" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সহকারি মহাসচিবকে বুঝাইবে। * "প্রধান নির্বাচন কমিশনার" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য সমিতির অধীনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে। * "নির্বাচন কমিশনার" বলিতে সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির অধীনে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে। * "নির্বাচন কমিশন" বলিতে সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির অধীনে নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনকে বুঝাইবে । * "তফসিল" বলিতে এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল বুঝাইবে। * "নির্বাচন" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যদের	কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদককে বুঝাইবে। (চ) "গঠনতন্ত্র" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির গঠনতন্ত্রকে বুঝাইবে। (ছ) "তফসিল" বলিতে এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল বুঝাইবে। (জ) "নির্বাচন" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির গঠনতন্ত্রের ১৭ ধারায় বর্ণিত কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন বুঝাইবে । (ঝ) "নির্বাচন কমিশন" বলিতে সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির গঠনতন্ত্রের ১৭ ধারার অধীনে নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনকে বুঝাইবে । (ঞ) "নির্বাচন কমিশনার" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির গঠনতন্ত্রের ১৭ ধারায় বর্ণিত সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য সমিতির অধীনে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে। (ট) "নির্বাচনি দরখাস্ত" বলিতে নির্বাচন বিধিমালার আওতায় দাখিলকৃত কোন নির্বাচনি দরখাস্ত বুঝাইবে। (ঠ) "নির্বাচন প্রার্থী" বলিতে এমন একজন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি নির্বাহী কমিটির যে কোনো পদে নির্বাচনে প্রার্থী হইয়াছেন মর্মে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে । (ড) "প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক" বলিতে	**করা হইয়াছে।** **প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নামে নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হইয়াছে।**	

নির্বাচন বুঝাইবে । * “নির্বাচন প্রার্থী” বলিতে এমন একজন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম মহাসচিব, সহকারি মহাসচিব বা সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হইয়াছেন মর্মে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। * “নির্বাচনী দরখাস্ত" বলিতে নির্বাচন বিধিমালার আওতায় দাখিলকৃত কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বুঝাইবে। * “ সমিতি” বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতিকে বুঝাইবে । * "প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী” বলিতে এমন একজন প্রার্থীকে বুঝাইবে যিনি সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম-মহাসচিব, সহকারি মহাসচিব ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বৈধভাবে মনোনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের তারিখে অথবা তৎপূর্বে তাহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন নাই। * “প্রার্থী” বলিতে এমন একজন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার নাম সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম-মহাসচিব, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ, সহকারি মহাসচিব বা সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে।	বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদককে বুঝাইবে। (ঢ) “প্রধান নির্বাচন কমিশনার” বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির গঠনতন্ত্রের ১৭ ধারায় বর্ণিত সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য সমিতির অধীনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে। (ণ) "প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী” বলিতে এমন একজন প্রার্থীকে বুঝাইবে যিনি কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোনো পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বৈধভাবে মনোনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রার্থিতা পদ প্রত্যাহারের তারিখে অথবা তৎপূর্বে তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই। (ত) “প্রার্থী” বলিতে এমন একজন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার নাম কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোনো পদে নির্বাচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে। (থ) “প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ” বলিতে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে বিধি-৯-এর আওতায় বর্ণিত নির্ধারিত কোন তারিখ বা উহার পূর্বের যে কোন তারিখ বুঝাইবে । (দ) “প্রিজাইডিং অফিসার” বলিতে বিধি ৮ এর আওতায় নিযুক্ত প্রিজাইডিং অফিসারকে বুঝাইবে। (ধ) “ফরম” বলিতে তফসিলে বিধৃত সংযুক্ত সকল ফরম বুঝাইবে। ক, খ, গ,	ইতোপূর্বে তফসিলে ফরম নং ছিল না এবং সংজ্ঞায় ফরম ছিল না। এখন নতুনভাবে সংজ্ঞায়ন ও ক্রমিকায়ন করা হইয়াছে। সমিতিতে সরকারি অনুদান আর্থিক বছরের ভিত্তিতে প্রদান	

* "প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের তারিখ" বলিতে প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে বিধি-৯-এর আওতায় বর্ণিত নির্ধারিত কোন তারিখ বা উহার পূর্বের যে কোন তারিখ বুঝাইবে। * "রিটার্নিং অফিসার" বলিতে বিধি ৬ এর আওতায় নিযুক্ত একজন রিটার্নিং অফিসারকে বুঝাইবে। * "সহকারি রিটার্নিং অফিসার" বলিতে বিধি ৬ এর আওতায় নিযুক্ত সহকারি রিটার্নিং অফিসারকে বুঝাইবে। * "প্রিজাইডিং অফিসার" বলিতে বিধি ৮ এর আওতায় নিযুক্ত প্রিজাইডিং অফিসারকে বুঝাইবে। * "সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার" বলিতে বিধি ৮ এর আওতায় নিযুক্ত সহকারি প্রিজাইডিং অফিসারকে বুঝাইবে। * "ফরম" বলিতে তফসিলে বিধৃত সংযুক্ত সকল ফরম বুঝাইবে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ (সংযুক্ত)। * "বাছাইয়ের তারিখ" বলিতে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিধি-৯ এর আওতায় নির্ধারিত তারিখকে বুঝাইবে। * "ভোটার" বলিতে এমন একজন সদস্য যাহার নাম বিধি-৪ অনুসারে ভোটার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হইয়াছে তাহাকে বুঝাইবে।	ঘ, ঙ, চ, ছ (সংযুক্ত)। (ন) "বৎসর" বলিতে খ্রিস্টিয় পঞ্জিকাবর্ষের ১ জানুয়ারি হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে। তবে আর্থিক বছর বলিতে ১ জুলাই হইতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাইবে। (প) "বাছাইয়ের তারিখ" বলিতে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিধি-৯ এর আওতায় নির্ধারিত তারিখকে বুঝাইবে। (ফ) "ভোট গ্রহণের তারিখ" বলিতে নির্বাচনের জন্য বিধি-৯ এর আওতায় নির্ধারিত ভোট গ্রহণের তারিখ বুঝাইবে। (ব) "ভোটার" বলিতে এমন একজন সদস্য যাহার নাম বিধি-৪ অনুসারে ভোটার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হইয়াছে তাহাকে বুঝাইবে। (ভ) "ভোটার তালিকা" বলিতে বিধি-৪ এ উল্লেখিত ভোটার তালিকা বুঝাইবে। (ম) "মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ" বলিতে প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বিধি-৯ এর আওতায় নির্ধারিত মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখকে বুঝাইবে। (য) "মহাসচিব" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির মহাসচিবকে বুঝাইবে। (র) "যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ	করায় আর্থিক বছরের বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।	

* "ভোট গ্রহণের তারিখ" বলিতে নির্বাচনের জন্য বিধি-১ এর আওতায় নির্ধারিত ভোট গ্রহনের তারিখ বুঝাইবে। * "ভোটার তালিকা" বলিতে বিধি-৪ এ উল্লেখিত ভোটার তালিকা বুঝাইবে । * "অবসর ভবন" বলিতে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির অফিস ভবন এবং ইহার সীমানা প্রাচীর এর অভ্যন্তরস্থ স্থাপনা ও ভূমি বুঝাইবে। * "মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ" বলিতে প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বিধি-৯ এর আওতায় নির্ধারিত মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখকে বুঝাইবে। * "কার্যনির্বাহী কমিটি" বলিতে গঠনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে বুঝাইবে । * "বৎসর" বলিতে ১ জানুয়ারী হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে।	সমিতির যুগ্ম কোষাধ্যক্ষকে বুঝাইবে। (ল) "যুগ্ম-মহাসচিব" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির যুগ্ম- মহাসচিবকে বুঝাইবে। (শ) "রিটার্নিং অফিসার" বলিতে বিধি ৬ এর আওতায় নিযুক্ত একজন রিটার্নিং অফিসারকে বুঝাইবে। (ষ) "সদস্য" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির বিধি-বিধান অনুযায়ী তালিকাভুক্ত সাধারণ ও আজীবন সকল সদস্যকেই বুঝাইবে। (স) "সভাপতি" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতিকে বুঝাইবে । (হ) "সমিতি" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতিকে বুঝাইবে । (ড়) "সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার" বলিতে বিধি ৮ এর আওতায় নিযুক্ত সহকারি প্রিজাইডিং অফিসারকে বুঝাইবে। (ঢ়) "সহকারি রিটার্নিং অফিসার" বলিতে বিধি ৬ এর আওতায় নিযুক্ত সহকারি রিটার্নিং অফিসারকে বুঝাইবে। (য়) "সহ-সভাপতি" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সহ-সভাপতিকে বুঝাইবে। (ৎ) "স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পাদক" বলিতে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী	**স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পাদক নামে নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হইয়াছে।**	

	কল্যাণ সমিতির স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পাদককে বুঝাইবে।		
৩। নির্বাচন কমিশন : (১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রের দফা ১৭ (ক) অনুসারে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সমিতির আজীবন সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং দুইজন নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশন এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে। (২) এই বিধিমালার আওতায় উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন সম্বন্ধে যে কোন সদস্য (সভাপতি ব্যতীত), কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্যকে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত হইলে উক্ত স্থায়ী সদস্য বা কর্মকর্তা বা সদস্য নির্দেশিত দায়িত্ব পালন বা সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিবেন। (৩) নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের জন্য নির্বাচন আচরণ প্রণয়ন করিবেন।	**৩। নির্বাচন কমিশন :** (১) কার্যনিবাহী কমিটির মেয়াদ পূর্তির ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রের দফা ১৭ (ক) অনুসারে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সমিতির আজীবন সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং দুইজন নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশন এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে। (২) এই বিধিমালার আওতায় উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন সম্বন্ধে যে কোন সদস্য (সভাপতি ব্যতীত), কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্যকে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত হইলে উক্ত স্থায়ী সদস্য বা কর্মকর্তা বা সদস্য নির্দেশিত দায়িত্ব পালন বা সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিবেন। (৩) নির্বাচন কমিশন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য এই বিধিমালায় বর্ণিত নির্বাচনি আচরণ নীতিমালা ছাড়াও প্রয়োজনে অন্যান্য বিধান প্রণয়ন করিবে।	নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য নির্ধারিত কোন তারিখ ছিল না। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে। নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের নির্বাচনি আচরণ নীতিমালা ছাড়াও প্রয়োজনে অন্যান্য বিধান প্রণয়নের জন্য বিধান করা প্রস্তাব করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
৪। ভোটার এবং ভোটার তালিকা : **সমিতির বিধি-বিধান অনুযায়ী তালিকাভুক্ত সাধারণ ও আজীবন সকল সদস্য যারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমিতির সকল দেনা-পাওনা পরিশোধ করিবেন তাহারা ভোটার হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন। এছাড়াও জেলা শাখা সমিতির চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকগণ ভোটার হইবেন।** বিধি-৯ এর আওতায় বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের ন্যূনতম ৫০ দিন পূর্বে সমিতির মহাসচিব ১০(দশ) দিন সময়ের মধ্যে সংশোধনের ব্যবস্থা রাখিয়া একটি খসড়া ‘ভোটার তালিকা’ নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করিবেন।	**৪। ভোটার এবং ভোটার তালিকা :** সমিতির বিধি-বিধান অনুযায়ী তালিকাভুক্ত সাধারণ ও আজীবন সকল সদস্য যারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমিতির সকল দেনা-পাওনা পরিশোধ করিবেন তাঁহারা ভোটার হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন। এছাড়াও জেলা শাখা সমিতির চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকগণ ভোটার হইবেন। গঠনতন্ত্রের দফা ১৫(১) এর আওতায় বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের ন্যূনতম ৯০ দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটি সংশোধনের ব্যবস্থা রাখিয়া একটি খসড়া ‘ভোটার তালিকা’ নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করিবেন। নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রাপ্তির পর আপত্তি/অভিযোগ নিস্পত্তি সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন তফসিল ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবে।	নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৯০ দিন পূর্বে সংশোধনের ব্যবস্থা রাখিয়া খসড়া ভোটার তালিকা প্রদর্শনের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব করা হইয়াছে। নির্বাচন কমিশন গঠনের পর নির্বাচন কমিশন চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার সংশোধন প্রস্তাব করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
৫। প্রার্থী : ভোটার তালিকায় যাহার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে তিনি প্রার্থী হইতে পারিবেন।	**৫। প্রার্থী :** গঠনতন্ত্রের দফা ৮ ও ১২ এর বিধান অনুসারে যে কোনো যোগ্য ব্যক্তি এবং চুড়ান্ত ভোটার তালিকায় যাহার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন।		
৭। ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষ : নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন পরিচালনার জন্য অবসর ভবনে/ অন্য কোন সুপরিসর জায়গায় ভোট কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন এবং এইরূপ ভোট কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট কক্ষের ব্যবস্থা রাখিবেন যেখানে ভোট চিহ্ন প্রদানেরও ব্যবস্থা থাকিবে।	**৭। ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষ :** নিবার্চন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার নিবার্চন পরিচালনার জন্য অবসর ভবনে/ অন্য কোন সুপরিসর জায়গায় প্রয়োজনীয় ভোটকন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন এবং এইরূপ ভোটকেন্দ্রে ভোটকেন্দ্রসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট কক্ষের ব্যবস্থা রাখিবেন যেখানে গোপনীয়ভাবে ভোট চিহ্ন প্রদানেরও ব্যবস্থা থাকিবে।	ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও গোপনীয় মার্কিং প্লেসের কথা বিধৃত করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
৮। প্রিজাইডিং অফিসার : (১) রিটার্নিং অফিসার ভোট কেন্দ্রের জন্য নির্বাচনের প্রার্থী হইবেন না এমন একজন আজীবন সদস্যকে প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করার জন্য অনুরূপ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন অথবা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাকে প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করিবার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমকর্তা/কর্মচারীকে সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।	**৮। প্রিজাইডিং অফিসার :** (১) রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট কেন্দ্রের জন্য নির্বাচনের প্রার্থী হইবেন না এমন প্রয়োজনীয় সংখ্যক আজীবন সদস্যকে প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করিবার জন্য অনুরূপ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন অথবা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাকে প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করিবার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমকর্তা/কর্মচারীকে সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।	ভাষাগত ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
৯। নির্বাচনের তফসিল : (১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সমিতি ভবনের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নরূপ তফসিল নির্ধারণ করিবে : (ক) মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ; (খ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ। (গ) প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ; (ঘ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের তারিখ ; (ঙ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ; (চ) ভোট গ্রহণের তারিখ । (২) নির্বাচন কমিশন উক্ত বিজ্ঞপ্তির কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অবগতির জন্য সমিতির সভাপতির নিকটও প্রেরণ করিবে।	**৯। নির্বাচনের তফসিল :** (১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সমিতি ভবনের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নরূপ তফসিল নির্ধারণ করিবে : (ক) মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ; (খ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ; (গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ। (ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ ; (২) নির্বাচন কমিশন উক্ত বিজ্ঞপ্তির কপি বহুল প্রচারিত দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উহার কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট এবং অবগতির জন্য সমিতির সভাপতির নিকটও প্রেরণ করিবেন।	জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইন 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুরূপ করা হইয়াছে। স্বচ্ছতার জন্য নির্ধাচন কমিশন জারীকৃত নির্বাচনী সময়সূচীর বিজ্ঞপ্তি দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশেরও ব্যবস্থার জন্য সংশোধনী প্রস্তাব করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
১০। মনোনয়নপত্র আহবানের নোটিশ : সমিতির নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম-মহাসচিব, যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ, সহকারি মহাসচিব ও সদস্যপদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহবান জানাইয়া রিটার্নিং অফিসার বিধি-৯ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিবেন।	**১০। মনোনয়নপত্র আহবানের নোটিশ :** সমিতির নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোনো পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল, আহবান জানাইয়া রিটার্নিং অফিসার বিধি-৯ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাইয়ের এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিবেন।	সমিতির পদসমূহ সময়ে সময়ে হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে, তাই বিধিমালার পদের নাম না রাখিয়া যে কোনো পদের নির্বাচনের বিষয় সংশোধন করা হইয়াছে।	অনুমোদিত
১১। মনোনয়ন : (১) সমিতির যে কোন ভোটার বিধি ১৫ এর বিধান অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হওয়ার যোগ্য যে কোন সদস্যের নাম নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারিবেন; (২) নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট ফরম 'ক' তে মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে এবং এইরূপ মনোনয়ন প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক দস্তখতকৃত হইতে হইবে এবং উক্ত মনোনয়নপত্রে প্রার্থী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, তিনি উক্ত মনোনয়নে সম্মত আছেন; (৩) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী দ্বারা	**১১। মনোনয়ন :** (১) সমিতির যে কোন ভোটার বিধি ১৫ এর বিধান অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হওয়ার যোগ্য যে কোন সদস্যের নাম নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারিবেন; (২) নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট তফসিলে বর্ণিত ফরম 'ক' তে মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে এবং এইরূপ মনোনয়ন প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক দস্তখতকৃত হইতে হইবে এবং উক্ত মনোনয়নপত্রে প্রার্থী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, তিনি উক্ত মনোনয়নে সম্মত আছেন; (৩) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা	তফসিলে বর্ণিত ফরম উল্লেখ করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

স্বাক্ষরিত মনোনয়নপত্র নির্ধারিত তারিখে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহার প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়ন পত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিবেন।	প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী দ্বারা স্বাক্ষরিত মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত তারিখে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহার প্রাপ্তির স্থান, তারিখ ও সময় মনোনয়ন পত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিবেন। একই সাথে বাছাইয়ের এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিবেন।	মনোয়নপত্রে প্রার্থীকে বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের **স্থান**, তারিখ, সময় উল্লেখ করা হইয়াছে।	
১২। প্রার্থীকে ৫০০ টাকা জমা দিয়া অফিস হইতে মনোনয়নপত্র ক্রয় করিতে হইবে।	**১২। মনোনয়নপত্রের মূল্য:** প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত টাকা জমা দিয়া অফিস হইতে মনোনয়নপত্র ক্রয় করিতে হইবে।	ফরমে মূল্য নির্ধারিত না করে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
১৩। বাছাই : (১) প্রার্থীগণ, প্রস্তাবকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য একজন আজীবন বা সাধারণ সদস্য মনোনয়ন পত্রসমূহ বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন; (২) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীনে বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে উত্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন : (৩) রিটার্নিং অফিসার তাঁহার নিজ উদ্যোগে অথবা উপবিধি (১) এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন এবং যে কোন মনোনয়ন পত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে- (ক) প্রার্থী সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম মহাসচিব, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ, সহকারি মহাসচিব বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য নহেন, অথবা	**১৩। বাছাই :** (১) প্রার্থীগণ, প্রস্তাবকারী সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য একজন আজীবন বা সাধারণ সদস্য মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন; (২) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীনে বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন : (৩) রিটার্নিং অফিসার তাঁহার নিজ উদ্যোগে অথবা উপবিধি (১) এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন এবং নিম্নোক্ত কারণে যে কোন মনোনয়ন পত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে- (ক) প্রার্থী সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য নহেন, অথবা (খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্র স্বাক্ষর করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন নহেন; অথবা	মনোনয়নপত্র বাতিলের কারণসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। সমিতির পদসমূহ সময়ে সময়ে হ্রাস-বৃদ্ধি ও নতুন সৃষ্টি হতে পারে বিধায় সংশ্লিষ্ট পদে পদের নাম না রাখিয়া নির্বাচিত হইবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়ন পত্রে স্বাক্ষর করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন নহেন; অথবা (গ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক স্বাক্ষর নহে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত একাধিক মনোনয়নপত্রের মধ্যে একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ প্রতিপন্ন করিবে না। (৪) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার সময়ে উহাতে তাহার সিদ্ধান্ত লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি যদি উহা বাতিল করেন, তাহা হইলে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।	(গ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক স্বাক্ষর নহে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত একাধিক মনোনয়নপত্রের মধ্যে একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ প্রতিপন্ন করিবে না। (৪) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার সময়ে উহাতে তাহার সিদ্ধান্ত লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি যদি উহা বাতিল করেন, তাহা হইলে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন। তবে করণিক ভুলত্রুটি অথবা সারবত্তাহীন ত্রুটির জন্য কোন মনোনয়পত্র বাতিল করা যাইবে না।	সারব**ত্তা**হীন **ত্রু**টির জন্য মনোনয়নপত্র বাতিল করার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।	

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
১৪। মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল : (১) যে প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র বিধি ১৩ এর উপবিধি (৪) এর আওতায় রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিল করা হইয়াছে সেই প্রার্থী বাছাইয়ের তারিখের পরবর্তী দুই কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের নিকট আপীল করিতে পারিবেন: (২) মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল, সরাসরিভাবে অথবা যেইরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, উহা দায়েরের তারিখ হইতে পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে এবং অনুরূপ যে কোন আপীলের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।	**১৪। মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল :** (১) মনোনয়নপত্র দাখিলকারী যে প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র বিধি ১৩ এর উপবিধি (৪) এর আওতায় রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিল করা হইয়াছে সেই প্রার্থী বাছাইয়ের তারিখের পরবর্তী তিন কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের নিকট আপিল করিতে পারিবেন: (২) মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল, সরাসরিভাবে অথবা যেইরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, উহা দায়েরের তারিখ হইতে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে এবং অনুরূপ যে কোন আপিলের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।	প্রার্থীকে সুনির্দিষ্ট করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
১৫। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ : রিটার্নিং অফিসার বিধি ৯ এর আওতায় মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের পর অথবা বিধি ১৪-এর আওতায় যদি কোন আপীল দায়ের করা হইয়া থাকে তবে উক্ত আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম মহাসিচব, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ, সহকারি মহাসচিব এবং সদস্যদের পৃথক পৃথকভাবে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আপীল নিষ্পত্তির শেষ দিনের পরদিনই সমিতির অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন।	**১৫। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ :** রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৩ এর আওতায় মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের পর অথবা বিধি ১৪-এর আওতায় যদি কোন আপিল দায়ের করা হইয়া থাকে তবে উক্ত আপিলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম মহাসিচব, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পাদক এবং সদস্যদের পৃথক পৃথকভাবে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আপিল নিষ্পত্তির পরবর্তী কার্যদিবসে সমিতির অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন।	**পরিবর্তিত বিধি নম্বর পরিবর্তন করা হইয়াছে।**	অনুমোদিত
১৬। প্রার্থীপদ প্রত্যাহার : যে প্রার্থীর নাম বিধি ১৫ এর আওতায় প্রকাশিত তালিকায় অর্ন্তভুক্ত, সেই প্রার্থী স্বয়ং বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থীর বা প্রতিনিধির স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিয়া তাঁহার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।	**১৬। প্রার্থিতা প্রত্যাহার :** যে প্রার্থীর নাম বিধি ১৫ এর আওতায় প্রকাশিত তালিকায় অর্ন্তভুক্ত, সেই প্রার্থী স্বয়ং বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিয়া তাঁহার প্রার্থিতা পদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।	জাতীয় নির্বাচনের আইনের আলোকে ‘প্রার্থীপদ’কে ‘প্রার্থীতা’ করে সংশোধনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
১৭। (ক) প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন : (১) যদি বৈধভাবে মনোনীত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক হয় তাহা হইলে ভোট অনুষ্ঠিত হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পরদিনই অফিস প্রাঙ্গনের নোটিশ বোর্ডে সমিতির সদস্য নম্বরের ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম প্রকাশ করিবেন; (২) রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পরবর্তী দিনে নির্বাচন কমিশনকে এবং চাহিদা জানাইলে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে প্রকাশিত তালিকার একটি নকল সরবরাহ করিবেন। (খ) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন ঃ (১) যদি সভাপতি পদে একাধিক প্রার্থী না থাকে, সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা দুইজন বা দুইজনের কম হয় তাহা হইলে রিটার্নি অফিসার তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নিকটে ফরম-গ এ প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং সমিতির অফিসের নোটিশ বোর্ডে উক্ত	**১৭। (ক) প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন :** (১) যদি বৈধভাবে মনোনীত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক হয় তাহা হইলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পরদিনই অফিস প্রাঙ্গনের নোটিশ বোর্ডে সমিতির সদস্য নম্বরের ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম প্রকাশ করিবেন; (২) রিটার্নিং অফিসার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পরবর্তী দিনে নির্বাচন কমিশনকে এবং চাহিদা অনুসারে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে প্রকাশিত তালিকার একটি নকল সরবরাহ করিবেন। **(খ) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন :** (১) কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোনো পদে নির্বাচনের জন্য যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার সমান অথবা কম হয় তাহা হইলে রিটার্নি অফিসার তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে নিবার্চিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নিবার্চন কমিশনের নিকটে ফরম-গ এ প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং সমিতির	শুদ্ধভাবে করা হইয়াছে। প্রার্থী পদকে 'প্রার্থিতা' করা হইয়াছে। পদের নাম চিহ্নিত না করে যে কোনো পদের নির্বাচনের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

প্রতিবেদন প্রকাশ করিবেন; (২) যদি মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম-মহাসচিব, যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী মহাসচিব পদে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র একজন করিয়া হয় তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার নিজ নিজ পদে তাঁহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নিকট ফরম-গ এ প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং সমিতির অফিস নোটিশ বোর্ডে উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করিবেন; (৩) যদি সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী এগার বা এগারজনের কম হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার তাহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নিকট ফরম-গ এ একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং সমিতির অফিসের নোটিশ বোর্ডে উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করিবেন;	অফিসের নোটিশ বোর্ডে উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করিবেন; (২) কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোনো পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থির সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার কম হয়ে পদ শূন্য থাকিলে পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন পুনরায় শূন্যপদ/পদসমূহে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	পদের নাম চিহ্নিত না করে যে কোনো পদের নির্বাচনের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।	

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
১৮। যুগপৎ নির্বাচন : বিধি ৯ এর উপবিধি (১) এর (ঘ) অনুসারে নির্ধারিত তারিখে সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম মহাসচিব, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ, সহকারি মহাসচিব এবং সদস্যগণের নির্বাচন যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইবে।	**১৮। যুগপৎ নির্বাচন :** বিধি ৯ এর উপবিধি (১) এর (গ) অনুসারে নির্ধারিত তারিখে সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম মহাসচিব, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সচিব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সচিব, প্রচার ও প্রকাশনা সচিব এবং সদস্যগণের নির্বাচন যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইবে। তবে কোনো পদ/পদসমূহ শূন্য থাকিলে সেই পদ/পদসমূহে পৃথক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।	পদ শূন্য থাকিলে পরবর্তী নির্বাচনের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।	অনুমোদিত
২২। মুলতবী ভোট গ্রহণ : (১) যদি ভোট কেন্দ্রের কোন ভোট কক্ষে, কোন সময়ে ভোট গ্রহণ প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত কারনে বিঘ্নিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন। (২) যে ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত উপবিধি (১) এর অধীনে যদি ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়, সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি	**২২। মুলতবী বা স্থগিতকৃত বা বন্ধঘোষিত ভোট গ্রহণ :** (১) যদি ভোটকেন্দ্রের কোন ভোটকক্ষে, কোন সময়ে ভোট গ্রহণ প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বিঘ্নিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে ভোট গ্রহণ বন্ধ বা স্থগিত/মূলতবী করিয়া দিবেন এবং এই বিষয়ে তাৎক্ষণিক রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন। (২) যে ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত উপবিধি (১) এর অধীনে ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়, সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন।	নির্বাচন স্থগিত/মূলতবী করা হইলে পুনরায় চালু করা যায় বিধায় চিহ্নিত করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

প্রতিবেদন পেশ করিবেন। (৩) যে সকল ক্ষেত্রে মূলতবী ভোট কক্ষের ফলাফল ব্যতীত নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা যায় না, সে সকল ক্ষেত্রে মূলতবী ভোট কক্ষে নির্বাচন কমিশন পুনঃনির্বাচনের নির্দেশ দিবেন ; (৪) উপরে বর্ণিত উপবিধি (৩) এর বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন পুনঃবিবেচনার আদেশ জারি করিলে রিটার্নিং অফিসার : (ক) যথাশীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে নতুনভাবে ভোট গ্রহণের জন্য সময় ও তারিখ নির্ধারণ করিবেন এবং (খ) যে স্থানে এবং যে সময়ের মধ্যে উক্ত রূপে নতুন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে তাহাও নির্ধারণ করিবেন। (৫) মূলতবী ভোট কেন্দ্রের সকল ভোটারকে উপবিধি (৩) এর অধীনে গৃহীতব্য নতুন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভোট প্রদানের সুযোগ দিতে হইবে এবং উপবিধি (১) এর অধীনে ভোট গ্রহণের সময় প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা যাইবে না।	(৩) যে সকল ক্ষেত্রে বা স্থগিতকৃত বা বন্ধঘোষিত মূলতবী ভোটকক্ষের ফলাফল ব্যতীত নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা যায় না, সে সকল ক্ষেত্রে মূলতবী ভোটকক্ষে নির্বাচন কমিশন পুনঃনির্বাচনের নির্দেশ দিবেন। (৪) উপরে বা স্থগিতকৃত বা বন্ধঘোষিত বর্ণিত উপবিধি (৩) এর বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন পুনঃ নির্বাচনের আদেশ জারি করিলে রিটার্নিং অফিসার : (ক) যথাশীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে নতুনভাবে ভোট গ্রহণের জন্য সময় ও তারিখ নির্ধারণ করিবেন এবং (খ) যে স্থানে এবং যে সময়ের মধ্যে উক্ত রূপে নতুন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে তাহাও নির্ধারণ করিবেন। (৫) মূলতবী ভোট কেন্দ্রের সকল ভোটারকে উপবিধি (৩) এর অধীনে গৃহীতব্য নতুন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভোট প্রদানের সুযোগ দিতে হইবে এবং উপবিধি (১) এর অধীনে ভোট গ্রহণের সময় প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা যাইবে না।		

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
২৩। ভোট কেন্দ্র ও কক্ষে প্রবেশ : (১) নির্বাচনের তারিখে রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি ছাড়া ভোটার বা সমিতির সদস্য ব্যতীত অন্যকোন ব্যক্তি নির্বাচন অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।	**২৩। ভোট কেন্দ্র ও কক্ষে প্রবেশ :** (১) ভোট গ্রহণের তারিখে রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি ছাড়া ভোটার বা সমিতির সদস্য ব্যতীত অন্যকোন ব্যক্তি নির্বাচন অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।	নির্বাচনের তারিখ শব্দাবলীর পরিবর্তে ভোটগ্রহনের তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে।	অনুমোদিত
বিদ্যমান কোন ধারা নেই।	**২৫। নির্বাচনি আচরণ নীতিমালা:** (১) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের পক্ষে সমিতির কোনো সদস্য সমিতির অফিস/নির্বাচনের নির্ধারিত স্থানে কোন নির্বাচনি সভা/সমাবেশের মাধ্যমে ভোটারদের লক্ষ্য করিয়া বা তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন বক্তব্য রাখিতে পরিবেন না; (২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের পক্ষে সমিতির কোনো সদস্য অথবা সদস্য নন এমন অন্য কোন ব্যক্তি প্রচারের উদ্দেশ্য যে কোনরূপ দেওয়াল লিখন, ব্যানার বা পোস্টার প্রকাশ ও ব্যবহার করিতে পারিবেন না; (৩) প্রত্যেক প্রার্থী নিজ স্বাক্ষরিত এবং ইচ্ছা করিলে ছবি সম্বলিত একটি পত্র কেবল একবার সমিতি সদস্য ভোটারদের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন। উক্ত পত্রে প্রার্থী কেবল নিজের প্রার্থিতার পক্ষে বক্তব্য	২৫ বিধিতে নতুনভাবে নির্বাচনি আচরণ নীতিমালা প্রণয়ণ করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

	উপস্থাপন করিতে পারিবেন, অন্য কাহারও সম্পর্কে কোন ধরনের প্রশংসা বা কটুক্তি করিতে পারিবেন না। প্রার্থীর পক্ষে সমিতির কোনো সদস্য বা সমিতির সদস্য নন এমন অন্য কোন ব্যক্তি এ ধরনের পত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন না; (৪) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর হইতে নির্বাচনের পূর্বদিন পর্যন্ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে তাহার নিকট আত্নীয় বা সমিতি সদস্য নন এমন কোন ব্যক্তি সমিতি এলাকায় কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা করিতে পারিবেন না; (৫) ভোটগ্রহণের তারিখে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ ব্যতীত বা তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে নির্বাচন এলাকায় ভোটারদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন ক্যানভাস করিতে পারিবেন না বা কোন প্রচারণামূলক বা অনুরূপ কোন মুদ্রিত পুস্তিকা, লিফলেট বা নেমকার্ড বিতরণ করিতে পারিবেন না; (৬) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন অনুষ্ঠান সংলগ্ন স্থানে অথবা বাহিরের রাস্তায় কোন ব্যানার বা পোস্টার টাঙ্গাইতে পারিবেন না বা দেয়ালে লিখিতে পারিবেন না বা নির্বাচনি প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করিতে পারিবেন না;		

	(৭) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের পরিচিতি ও প্রচারণার জন্য প্রার্থীদের ছবিসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বলিত একটি ব্রসিউর নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করা হইবে; (৮) নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় সমিতির অফিসে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। পরিচিতি সভায় প্রত্যেক প্রার্থী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজের পরিচিতিমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।		

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
২৪। (খ) নির্বাচনবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গৃহীতব্য ব্যবস্থাঃ (১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনবিধি লঙ্ঘন করিলে রিটার্নিং অফিসার স্ব-উদ্যোগে অথবা প্রাপ্ত কোন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি যাচাই করিয়া প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের কোন প্রমাণ পাইলে রিটার্নিং অফিসার তাঁহাকে প্রথমবারের মতো লিখিতভাবে সতর্ক করিবেন এবং উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবেন; (২) ১নং উপবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে প্রথমবার লিখিতভাবে সতর্ক করিবার পরও যদি তাঁহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার আচারণবিধি লঙ্ঘন করিবার অভিযোগ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থী বরাবর লিখিতভাবে বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া উক্ত প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করিতে পারিবেন। প্রার্থীতা বাতিল বিষয়ক উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি তিনি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবেন।	**২৬। নির্বাচন আচরণ নীতিমালা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গৃহীতব্য ব্যবস্থাঃ** (১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচন নীতিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে রিটার্নিং অফিসার স্ব-উদ্যোগে অথবা প্রাপ্ত কোন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি যাচাই করিয়া প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনী আচরণ নীতিমলা লঙ্ঘনের কোন প্রমাণ পাইলে রিটার্নিং অফিসার তাঁহাকে প্রথমবারের মতো লিখিতভাবে সতর্ক করিবেন এবং উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবেন; (২) ১নং উপবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে প্রথমবার লিখিতভাবে সতর্ক করিবার পরও যদি তাঁহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার আচারণবিধি লঙ্ঘন করিবার অভিযোগ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থী বরাবর লিখিতভাবে বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া উক্ত প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করিতে পারিবেন। প্রার্থীতা বাতিল বিষয়ক উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি তিনি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবেন।	২৬ বিধিতে নির্বাচনি আচরণ নীতিমালা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গৃহীতব্য ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
২৬। ভোটদান রীতি : **পদ ভেদে ভোট প্রদান সংখ্যা নিম্নরূপ হইবে :** (ক) সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (খ) সহ-সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার দুইজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (গ) মহাসচিব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (ঘ) যুগ্ম-মহাসচিব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (ঙ) কোষাধ্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (চ) যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (ছ) সহকারি মহাসচিব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (জ) সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন	**২৭। ভোটদান রীতি :** **পদ ভেদে ভোট প্রদান সংখ্যা নিম্নরূপ হইবে :** (ক) সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (খ) সহ-সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার দুইজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (গ) মহাসচিব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (ঘ) কোষাধ্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (ঙ) যুগ্ম-মহাসচিব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল দুইজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (চ) যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (ছ) স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পাদক ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (জ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন	ভোটদান রীতি স্পষ্টকরণ করিয়া প্রত্যেক পদের ভোট প্রদানের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

ভোটার ১১ জন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন। (ঝ) ভোটার প্রতিটি পদে যতজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী, তিনি প্রতিটি পদে ততজন প্রার্থীকেই ভোট প্রদান করিবেন। কোন ক্ষেত্রে তিনি ইহার ব্যত্যয় করিলে অর্থাৎ বেশি বা কম ভোট প্রদান করিলে তিনি যে পদে বেশি বা কম ভোট প্রদান করিবেন সেই পদে তাহার ভোট বাতিল হইবে।	প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (ঝ) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এর ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন; (ঞ) সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার ১৪ জন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী হইবেন। (ট) ভোটার প্রতিটি পদে যতজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকারী, তিনি প্রতিটি পদে ততজন প্রার্থীকেই ভোট প্রদান করিবেন। কোন ক্ষেত্রে তিনি ইহার ব্যত্যয় করিলে অর্থাৎ বেশি বা কম ভোট প্রদান করিলে তিনি যে পদে বেশি বা কম ভোট প্রদান করিবেন সেই পদে তাহার ভোট বাতিল হইবে।		

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
২৭। ভোটদান পদ্ধতি : (১) যখন ভোট প্রদানের জন্য কোন ভোটার ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হইবেন তখন প্রিজাইডিং অফিসার স্বয়ং ভোটারের পরিচয় সম্মন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার পর নির্বাচনের ব্যালট পেপার দিবেন; **(২) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে :** (ক) ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ভোটার সংখ্যা এবং নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে। (খ) তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইয়াছে ইহা নির্দেশের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা ও নামটি চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে; (গ) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের মুড়িতে ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ব্যালট পেপারের মুড়িতে ভোটারের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন। **(৩) ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর:** (ক) অবিলম্বে ভোট চিহ্ন প্রদান স্থানে যাইবেন; (খ) তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে ভোট দিতে চাহেন সেই প্রার্থীগণের নামের	**২৮। ভোটদান পদ্ধতি :** (১) যখন ভোট প্রদানের জন্য কোন ভোটার ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হইবেন তখন প্রিজাইডিং অফিসার স্বয়ং ভোটারের পরিচয় সমন্ধে নিশ্চিত হইবার পর নির্বাচনের ব্যালট পেপার দিবেন; **(২) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে :** (ক) ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ভোটার সংখ্যা এবং নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে। (খ) তাঁহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইয়াছে ইহা নির্দেশের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা ও নামটি চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে; (গ) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের মুড়িতে ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ব্যালট পেপারের মুড়িতে ভোটারের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন। **(৩) ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর :** (ক) অবিলম্বে ভোট চিহ্ন প্রদান স্থানে অর্থাৎ গোপনীয় স্থানে যাইবেন; (খ) তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে ভোট দিতে চাহেন সেই প্রার্থীগণের নামের	ভোটদান পদ্ধতিতে কিছু বিষয় স্পষ্টীকরণ করা হইয়াছে। গোপনীয় স্থান চিহ্নিত করা হইয়াছে। ব্যালট বাক্স ভোগ্রহণ কর্মকর্তার সম্মুখে রাখার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

বিপরীতে সংশ্লিষ্ট স্থানে সরবরাহকৃত একটি কলম দ্বারা টিক (√) দিবেন । (গ) অনুরূপভাবে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার পর উহা ভাজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন। (৪) ভোটার অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোট কক্ষ ত্যাগ করিবেন। (৫) যদি কোন ভোটার অন্ধ হন অথবা অন্যকোন কারনে এইরূপ অসমর্থ হন যে, তিনি অন্যকোন ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া ভোট প্রদান করিতে অপারগ, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে অনুরূপ কোন ব্যক্তির সহায়তা প্রদানের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং ইহার পর উক্ত ভোটদাতা উক্ত ব্যক্তির সাহায্যে এই বিধিমালা অনুসারে ভোটার হিসাবে তাহার যাহা করা প্রয়োজন বা যাহা করিবার জন্য তাহার অনুমতি রহিয়াছে তাহা করিতে পারিবেন ।	বিপরীতে সংশ্লিষ্ট স্থানে সরবরাহকৃত একটি কলম দ্বারা টিক (√) দিবেন । (গ) অনুরূপভাবে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার পর উহা ভাঁজ করিয়া ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার সম্মুখে রক্ষিত ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন। (৪) ভোটার অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোট কক্ষ ত্যাগ করিবেন। (৫) যদি কোন ভোটার অন্ধ হন অথবা অন্যকোন কারনে এইরূপ অসমর্থ হন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া ভোট প্রদান করিতে অপারগ, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে অনুরূপ কোন ব্যক্তির সহায়তা প্রদানের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং ইহার পর উক্ত ভোটদাতা উক্ত ব্যক্তির সাহায্যে এই বিধিমালা অনুসারে ভোটার হিসাবে তাহার যাহা করা প্রয়োজন বা যাহা করিবার জন্য তাহার অনুমতি রহিয়াছে তাহা করিতে পারিবেন । তবে এই ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার অসমর্থ ভোটারের সংগীকে ভোটদানের গোপনীয়তার বিষয়ে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিবেন।	অসমর্থ ভোটারের সঙ্গীকে সর্তক করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।	

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
২৮। নষ্ট বা বাতিলকৃত ব্যালট পেপার : (১) যদি কোন ভোটার অসাবধানতাবশতঃ তাহার ব্যালট পেপার এইরূপভাবে ব্যবহার করেন যে, উহা সুবিধাজনকভাবে ব্যালট পেপার হিসাবে আর ব্যবহার করা যায় না, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অপর একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং যদি প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত অসাবধানতার বিষয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যালট পেপারের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিতে পারিবেন এবং নষ্ট ব্যালট পেপারটি তাহার স্বাক্ষরে বাতিল করিবেন। (২) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করিবার পর যদি তিনি উহা ব্যালট বাক্সে প্রবেশ না করান এবং যদি উহা ভোট কেন্দ্রের কোন স্থানে বা তাহার নিকটে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে রিটানিং অফিসারের স্বাক্ষরে উহা বাতিল করা হইবে।	**২৯। নষ্ট বা বাতিলকৃত ব্যালট পেপার :** (১) যদি কোন ভোটার অসাবধানতাবশতঃ তাহার ব্যালট পেপার এইরূপভাবে ব্যবহার করেন যে, উহা সুবিধাজনকভাবে ব্যালট পেপার হিসাবে আর ব্যবহার করা যায় না, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অপর একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং যদি প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত অসাবধানতার বিষয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যালট পেপারের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিতে পারিবেন এবং নষ্ট ব্যালট পেপারটি তাহার স্বাক্ষরে বাতিল করিবেন। (২) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করিবার পর যদি তিনি উহা ব্যালট বাক্সে প্রবেশ না করান এবং যদি উহা ভোট কেন্দ্রের কোন স্থানে বা তাহার নিকটে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে রিটানিং অফিসারের স্বাক্ষরে উহা বাতিল করা হইবে।		অনুমোদিত

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
২৯। ভোট গ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পর ভোটদান : ভোট গ্রহণ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ভোট কেন্দ্রের নির্দিষ্ট বেষ্টনীর অভ্যন্তরে আর কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হইবে না এবং ভোট কক্ষ বা নির্দিষ্ট বেষ্টনীর ভিতর উপস্থিত ভোটারগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাহারা ব্যতীত অন্য কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে না।	**৩০। ভোট গ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পর ভোটদান :** ভোট গ্রহণ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ভোট কেন্দ্রের নির্দিষ্ট বেষ্টনীর অভ্যন্তরে আর কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হইবে না এবং ভোট কক্ষ বা নির্দিষ্ট বেষ্টনীর ভিতর উপস্থিত ভোটারগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাহারা ব্যতীত অন্য কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে না।		অনুমোদিত

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
৩০। ভোট গ্রহণ চূড়ান্তকরণের পরবর্তী পদ্ধতি : (১) ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা প্রার্থীকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্সের উপরে লাগানো সীলমোহর অক্ষত রহিয়াছে কিনা তাহা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন এবং ভোট গণনার ব্যবস্থা করিবেন। (২) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট বাক্স বা বাক্সগুলি খুলিবেন এবং উহা হইতে সকল পেপার বাহির করিয়া গণনা করিবেন। (৩) ব্যালট পেপার গণনার উদ্দেশ্যে প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে দ্ব্যর্থহীনভাবে চিহ্ন প্রদত্ত ব্যালট পেপারসমূহ নিম্নবর্ণিত এমন সব ব্যালট পেপারসমূহ হইতে পৃথক করিবেন যাহাতে - (ক) কোন অফিসিয়াল চিহ্ন নাই ; অথবা (খ) অফিসিয়াল চিহ্ন ব্যতীত	**৩১। ভোট গ্রহণ চূড়ান্তকরণের পরবর্তী পদ্ধতি :** (১) ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্সের উপরে লাগানো সীলমোহর অক্ষত রহিয়াছে কিনা তাহা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন এবং ভোট গণনার ব্যবস্থা করিবেন। (২) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট বাক্স বা বাক্সগুলি খুলিবেন এবং উহা হইতে সকল পেপার বাহির করিয়া গণনা করিবেন। (৩) ব্যালট পেপার গণনার উদ্দেশ্যে প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে দ্ব্যর্থহীনভাবে চিহ্ন প্রদত্ত ব্যালট পেপারসমূহ নিম্নবর্ণিত এমন সব ব্যালট পেপারসমূহ হইতে পৃথক করিবেন যাহাতে - (ক) কোন অফিসিয়াল চিহ্ন নাই; অথবা (খ) অফিসিয়াল চিহ্ন ব্যতীত		অনুমোদিত

অন্যকোন লিখন, বা এতদুদ্দেশ্যে কলন দ্বারা টিক (√) চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন থাকে অথবা ব্যালট পেপার ব্যতীত অন্য কাগজ অথবা কোন প্রকার বস্তু সংযোজিত রহিয়াছে। (৪) উপবিধি (৩) এর দফা (ক) ও (খ) তে উল্লেখিত ব্যালট পেপারগুলি বাতিল ব্যালট পেপার হিসাবে গণ্য হইবে।	অন্যকোন লিখন, বা এতদুদ্দেশ্যে কলম দ্বারা টিক (√) চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন থাকে অথবা ব্যালট পেপার ব্যতীত অন্য কাগজ অথবা কোন প্রকার বস্তু সংযোজিত রহিয়াছে। (৪) উপবিধি (৩) এর দফা (ক) ও (খ) তে উল্লেখিত ব্যালট পেপারগুলি বাতিল/নষ্ট ব্যালট পেপার হিসাবে গণ্য হইবে।		
৩১। ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা (১) বিধি ৩০ এর (৩) এবং (৪) অনুসারে ব্যালট বাক্সের ব্যালট পেপারসমূহ বাছাই করিবার পর পরই প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের উপস্থিতিতে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রত্যেক প্রার্থীকে প্রদত্ত ভোটসমূহ পৃথক পৃথকভাবে গণনা করিবেন এবং নির্ধারিত ফরমে গণনার ফলাফলের একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং তাহার পরপরই গণনার ফলাফল একীভূত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন; (২) রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত	**৩২। ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা:** (১) বিধি ৩০ এর (৩) এবং (৪) অনুসারে ব্যালট বাক্সের ব্যালট পেপারসমূহ বাছাই করিবার পর পরই প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের উপস্থিতিতে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রত্যেক প্রার্থীকে প্রদত্ত ভোটসমূহ পৃথক পৃথকভাবে গণনা করিবেন এবং নির্ধারিত ফরমে গণনার ফলাফলের একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং তাহার পরপরই গণনার ফলাফল একীভূত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন; (২) রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং		অনুমোদিত

বিবরণীর ভিত্তিতে বৈধ ভোটসমূহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের উপস্থিতিতে অথবা তাহাদের বৈধ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নির্ধারিত ফরমে একীভূত করিবেন এবং যে প্রার্থীর পক্ষে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং যে ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক প্রার্থীর অনুকূলে সমসংখ্যক ভোট রেকর্ড হওয়ার দরুন তাহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা যায় না, সেই ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে লটারির মাধ্যমে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত প্রার্থী নির্ধারণ করিবেন এবং এইরূপ নির্ধারণকৃত প্রার্থীকে যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে; (৩) যে সকল ক্ষেত্রে মূলতবী ভোট কক্ষের ফলাফল ব্যতীত অন্যান্য ভোট কক্ষের প্রাপ্ত নির্বাচনের ফলাফল একীভূত করিবার প্রাক্কালে দেখা যায় যে, মূলতবী ভোট কক্ষের ফলাফল ব্যতীত অন্যান্য ভোট কক্ষের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণ করা যায়	অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণীর ভিত্তিতে বৈধ ভোটসমূহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের উপস্থিতিতে অথবা তাহাদের বৈধ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নির্ধারিত ফরমে একীভূত করিবেন এবং যে প্রার্থীর পক্ষে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং যে ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক প্রার্থীর অনুকূলে সমসংখ্যক ভোট রেকর্ড হওয়ার দরুন তাহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা যায় না, সেই ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে লটারির মাধ্যমে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত প্রার্থী নির্ধারণ করিবেন এবং এইরূপ নির্ধারণকৃত প্রার্থীকে যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে; (৩) যে সকল ক্ষেত্রে স্থগিতকৃত বা বন্ধঘোষিত মূলতবী ভোটকক্ষের ফলাফল ব্যতীত অন্যান্য ভোটকক্ষের প্রাপ্ত নির্বাচনের ফলাফল একীভূত করিবার প্রাক্কালে দেখা যায় যে, মূলতবি ভোটকক্ষের ফলাফল ব্যতীত অন্যান্য ভোটকক্ষের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচনি ফলাফল নির্ধারণ		

সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন। (৪) রিটার্নিং অফিসার নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুতকৃত গণনার একীভূত ফলাফল সম্বলিত বিবরণীর যথাযথভাবে সত্যায়িত অনুলিপিসমূহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের বৈধ প্রতিনিধিগণ যাহারা উক্ত বিবরণী পাইতে চাহেন তাহাদিগকে সরবরাহ করিবেন।	করা যায় সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন। (৪) রিটার্নিং অফিসার নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুতকৃত গণনার একীভূত ফলাফল সম্বলিত বিবরণীর যথাযথভাবে সত্যায়িত অনুলিপিসমূহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের বৈধ প্রতিনিধিগণ যাহারা উক্ত বিবরণী পাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে সরবরাহ করিবেন।		

বিদ্যমান নির্বাচন বিধিমালা -২০২৪	প্রস্তাবিত সংশোধিত নির্বাচন বিধিমালা-২০২৬	গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন বিধিমালা সংস্কার কমিটির ব্যাখা	১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সহায়ক কমিটি ও উপকমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত
৩২। যে সকল কাগজপত্র মোড়কবদ্ধ করিয়া সীল মোহর করিতে হইবে : (১) রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন সংক্রান্ত নিম্ন লিখিত কাগজ পত্রাদি পৃথক পৃথক মোড়কে বন্ধ করিয়া সীলমোহর করিবেনঃ (ক) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অনুকূলে বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ : (খ) বিধি ৩০ এবং ৩২(৪) এর অধীন বাতিল ও নষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ : (গ) গণনার ফলাফল সম্বলিত বিবরণ: (ঘ) ইস্যুকৃত নহে এরূপ ব্যালট পেপার ও মুড়িসমূহ : (ঙ) চিহ্ন প্রদত্ত ভোটার তালিকাসমূহ; এবং (চ) ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারসমূহের মুড়িসমূহ। (২) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীন তৎকর্তৃক সীলমোহরকৃত প্রতিটি মোড়কে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের বৈধ প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন এবং	**৩৩। যে সকল কাগজপত্র মোড়কবদ্ধ করিয়া সিলমোহর করিতে হইবে :** (১) রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন সংক্রান্ত নিম্ন লিখিত কাগজ পত্রাদি পৃথক পৃথক মোড়কে বন্ধ করিয়া সিলমোহর করিবেন: (ক) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অনুকূলে বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ ; (খ) বিধি ৩১ এবং ৩১(৪) এর অধীন বাতিল ও নষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ ; (গ) গণনার ফলাফল সম্বলিত বিবরণ; (ঘ) ইস্যুকৃত নহে এরূপ ব্যালট পেপার ও মুড়িসমূহ ; (ঙ) চিহ্ন প্রদত্ত ভোটার তালিকাসমূহ এবং (চ) ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারসমূহের মুড়িসমূহ। (২) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীন তৎকর্তৃক সিলমোহরকৃত প্রতিটি মোড়কে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের বৈধ প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন এবং যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে চাহেন তাঁহাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন; (৩) রিটার্নিং অফিসার তৎকর্তৃক	বিধি নম্বর সঠিক করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে চাহেন তাঁহাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন; (৩) রিটার্নিং অফিসার তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত মোড়ক ও হিসাব এবং প্রাপ্ত অন্যান্য রেকর্ডপত্র অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।	প্রস্তুতকৃত মোড়ক ও হিসাব এবং প্রাপ্ত অন্যান্য রেকর্ডপত্র অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।		
৩৩। ফলাফল প্রকাশ : নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রিটার্নিং অফিসার নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত সকল প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকা নির্বাচনের দিনের পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন তালিকাটি প্রাপ্তির পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে যেইরূপে প্রকাশ করিলে উপযুক্ত হয় বলিয়া মনে করেন সেইরূপে প্রকাশ করিবেন।	**৩৪। ফলাফল প্রকাশ :** নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রিটার্নিং অফিসার নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত সকল প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা তফসিলে নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকা নির্বাচনের দিনের পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন তালিকাটি প্রাপ্তির পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে যেইরূপে প্রকাশ করিলে উপযুক্ত হয় বলিয়া মনে করেন সেইরূপে প্রকাশ করিবেন।	তফসিলে নির্ধারিত ফরম হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে।	অনুমোদিত
	৩৫। নির্বাচনি দরখাস্ত : রিটানিং অফিসার কর্তৃক বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফলাফল ঘোষণার পর পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ কোন প্রার্থী নির্বাচনি দরখাস্তের মাধ্যমে আপিল কর্তৃপক্ষের	নির্বাচনি বিরোধের জন্য নির্বাচনি দরখাস্তের একটি নতুন বিধানের প্রস্তাব করা হইয়াছে।	অনুমোদিত

	বরাবরে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হইবে।		
৩৪। অন্য পদ্ধতিতে ভোট দান : ই ভি এম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হইলে সেই ক্ষেত্রে বিধি ২৭ এ বর্নিত পদ্ধতির পরিবর্তে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ।	**৩৬। অন্য পদ্ধতিতে ভোট দান :** ই ভি এম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) অথবা অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হইলে সেই ক্ষেত্রে বিধি ২৮ এ বর্নিত পদ্ধতির পরিবর্তে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।		
৩৫। এই বিধিমালা প্রকাশের সাথে সাথে এই সংক্রান্ত পূর্ববর্তী "Election Rules of the 'Bangladesh Retired Government Employees' Welfare Association" বিলুপ্ত হইবে।	৩৭। এই বিধিমালা প্রকাশের সাথে সাথে এই সংক্রান্ত পূর্ববর্তী "Election Rules of the 'Bangladesh Retired Government Employees' Welfare Association" বিলুপ্ত হইবে।		
৩৬। এই বিধিমালা বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির ৩০, সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।	৩৮। এই বিধিমালা বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির ৩০, সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত এবং সমিতির সহায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহের ১০ ই মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সংশোধনীসমূহ অনুমোদিত ।		

তফসিল হিসেবে সকল ফরমসমূহ
সংখ্যায়িত করে নতুনভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে।

তফসিল

প্রার্থীর ছবি

ফরম-ক

ক্রমিক নং ....

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

মনোনয়পত্র

.... মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন

পদের নামঃ ....

১। প্রার্থীর নাম : ....
(ক) ভোটের তালিকায় ক্রমিক নম্বর (অঙ্কে ও কথায়) : ....
(খ) সমিতির সদস্য নম্বর (অঙ্কে ও কথায়) :...
(গ) সর্বশেষ পদবী : ....

২। প্রস্তাবকের নাম : ....
(ক) ভোটের তালিকায় ক্রমিক নম্বর (অঙ্কে ও কথায়) : ....
(খ) সমিতির সদস্য নম্বর (অঙ্কে ও কথায়) :...

প্রস্তাবকের স্বাক্ষর : ....

৩। সমর্থনকারীর নাম : ....
(ক) ভোটের তালিকায় ক্রমিক নম্বর (অঙ্কে ও কথায়) : ....
(খ) সমিতির সদস্য নম্বর (অঙ্কে ও কথায়) :...

সমর্থকের স্বাক্ষর : ....

এ মনোনয়নে আমার সম্মতি আছে এবং নির্বাচনে আমি অন্য কোন পদে প্রার্থী হই নাই।

প্রার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ

দ্বিতীয় ভাগ

(রিটানিং অফিসার/ সহকাররি রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী

জনাব.. কর্তৃক

................................তারিখে...................................ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ:....................

রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় ভাগ

মনোনয়পত্র গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই-এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত) আমি, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচন বিধিমালা, ২০২৪-এর ১৩ বিধি অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষা করিলাম। পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে,

(১)

(২)

(৩)

(৪)

উপরে উল্লেখিত কারণে মনোনয়নপত্রটি গ্রহণ/ বাতিল করিলাম।

তারিখ:....................

রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

চতুর্থ ভাগ

প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ ও বাছাই-এর নোটিশ

(রিটানিং অফিসার/ সহকাররি রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নং:

প্রার্থীর নাম:

এই মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী স্বয়ং/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী

কর্তৃক............................তারিখে.........................ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা

হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র

....তারিখে...ঘটিকায়

.... স্থানে বাছাই করা হইবে।

তারিখঃ....................   <u>রিটার্নিং অফিসার/সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর</u>

ফরম-খ

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ....মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা:

পদের নাম: ....

ক্রমিক নং	প্রার্থী/প্রার্থীগণের নাম (সদস্যের ক্রম অনুসারে)	সদস্য নম্বর	মন্তব্য

স্থান:

সময় :

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-গ

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ....মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত পদের প্রার্থী/প্রার্থীগণকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হইল:

ক্রমিক নং	পদের নাম	প্রার্থী/প্রার্থীগণের নাম (সদস্যের ক্রম অনুসারে)	সদস্য নম্বর	মন্তব্য

স্থান:

সময়: রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-ঘ

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ ।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ....মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা :

পদের নাম : ....

ক্রমিক নং	প্রার্থী/প্রার্থীগণের নাম (সদস্যের ক্রম অনুসারে)	সদস্য নম্বর	মন্তব্য

স্থান:

সময়: রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-ঙ

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ....মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল:

পদের নাম : ....

ক্রমিক নং	ব্যালট নম্বর	প্রার্থী/প্রার্থীগণের নাম (সদস্যের ক্রম অনুসারে)	সদস্য নম্বর	মন্তব্য

সময়:

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ
ভোট কক্ষ নম্বর.............

ফরম-চ

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ....মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল (সকল ভোট কক্ষের সম্মিলিত):

পদের নাম : ....

ক্রমিক নং	ব্যালট নম্বর	প্রার্থী/প্রার্থীগণের নাম (ব্যলটের ক্রম অনুসারে)	প্রাপ্ত ভোট	ফলাফল (নির্বাচিত)

স্থান:

সময়:

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-ছ

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ....মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল:

পদের নাম : ....

ক্রমিক নং	ব্যালট নম্বর	প্রার্থী/প্রার্থীগণের নাম ব্যলটের ক্রম অনুসারে	প্রাপ্ত ভোট	ফলাফল

স্থান:

সময়: রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ

আলোচ্যসূচি: ৮

<u>সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের জনবল বৃদ্ধি ও অর্গানোগ্রাম সংশোধন বিষয়ক কমিটির সুপারিশের আলোকে ডায়ালাইসিস সেন্টার চালুর জন্য প্রয়োজনীয় পদসমূহঃ</u>

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে অনুদান প্রদানের প্রেক্ষিতে সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রে ডায়ালাইসিস সেন্টার চালুর লক্ষ্যে পদসমূহ অনুমোদন প্রদানের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নম্বর	ডায়ালাইসিস সেন্টার	চিকিৎসা কেন্দ্র
০১।	কনসালটেন্ট : ● নেফ্রোলজি-০১ জন ● ইউরোলজি-০১ জন ● ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন-০১ জন	০১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১ জন ০২। উচ্চমান সহকারী -০১ জন ০৩। অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর -০১ জন ০৪। মেডিকেল এ্যাটেনডেন্ট-০২ জন
০২।	মেডিকেল অফিসার : ● ডায়ালাইসিস ইউনিট -০৩ জন ● আইসিউ ইউনিট -০৩ জন	
০৩।	নার্স (তিন শিফট): ● ডায়ালাইসিস ইউনিট -১০ জন ● আইসিইউ ইউনিট -০৩ জন	
০৪।	মেডিকেল এ্যাটেনডেন্ট -০২ জন	
০৫।	ডায়ালাইসিস টেকনিশিয়ান -০২ জন	
০৬।	বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার -০১ জন	
০৭।	রিসিপশনিস্ট - ০১ জন	
	ডায়ালাইসিস সেন্টারে মোট পদের সংখ্যা ২৮টি	**প্রশাসনিক খাতে পদের সংখ্যা ০৫টি**

সমিতির পরলোকগত সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুর তারিখ
১.	জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, সা-১৬১১	৭/৭/২০২০
২.	জনাব মোঃ ওমর আলী, সা-১৬৬১	২০২২
৩.	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, সা-১৬০৫	২০২১
৪.	জনাব আবদুস সালাম মোল্লা, সা-১৬৬৭	২৩/০৫/২০২৩
৫.	জনাব কামাল উদ্দীন আহমদ, সা-১৭০৭	২০২০
৬.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ মল্লিক, সা-১৭১৯	২০২২
৭.	জনাব মোঃ রহিম বক্স পাটওয়ারী, সা-১৭৫২	৩০/০১/২০২১
৮.	শেখ মোঃ আব্দুল কাদের, সা-১৭৬৯	১৩/০৭/২০২৩
৯.	জনাব আমির আলী, আ-৪৯৮	০৭/০৪/২০২২
১০.	জনাব মেহের নিগার নূর এলাহী চিশতি, আ-৬৪৮	০৩/০৭/২০২২
১১.	জনাব মাহবুবুর রহমান, আ-৭৩৭	২৯/০৩/২০২৩
১২.	জনাব (প্রফেঃ) মনোয়ারা ইসলাম, আ-৭৩৯	০৬/০৬/২০২২
১৩.	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম শেখ, আ-৮৭৫	-
১৪.	জনাব অধ্যাপক মোঃ সফিউর রহমান, আ-৯১৯	৩১/১২/২০১৯
১৫.	জনাব এ, কে, এম নূর মোহাম্মদ, আ-১০৮৪	-
১৬.	জনাব কাজী নাসির উদ্দিন আহমেদ, আ-১০৯১	-
১৭.	জনাব ক্যাপঃ জামিলুর রহমান খান (অবঃ) আ-১১২১	-
১৮.	জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, সা-৮৯৮	-
১৯.	জনাব মোহাম্মদ সালাম, আ- ১২৪০	১৯/০৮/২০১৯
২০.	জনাব মোঃ মজিবুল হক, আ- ১২৭০	২১/০৪/২০২৩
২১.	জনাব এম, এইচ শামছুল আলম, আ-১৪০৯	০৭/১০/২০২২
২২.	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, আ-১৪৬৭	০৭/০২/২০১৮
২৩.	সৈয়দ হাবিবুর রহমান, আ-১৫৩৩	১১/০১/২০২২
২৪.	জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তালুকদার, আ-১৫৫৯	০৮/০৫/২০১৯
২৫.	জনাব মাহ্মুদ হোসেন চৌধুরী, আ-১৫৮৬	১৩/০৭/২০২৩
২৬.	জনাব অধ্যাপক মাহমুদ জাহাংগীর হাসান আ-১৬৬৩	-
২৭.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমিনুল ইসলাম, আ-১৭৮৮	১০/২০২২
২৮.	জনাব মোঃ নাজমূল ইসলাম পাটওয়ারী, আ-১৮৪৯	০১/২০২০

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুর তারিখ
২৯.	জনাব কালীপদ সরকার, আ-১৯১৫	১৭/০৮/২০২৩
৩০.	জনাব শাহআলম, আ-১৯৭১	১৪/০৫/২০২৩
৩১.	অধ্যক্ষ সৈয়দ আবু ছাজ্জাদ বাকীবিল্লাহ, আ-২০৩৬	০৭/০৮/২০২৩
৩২.	জনাব আলহাজ্ব আবদুর রশিদ মিয়া, আ-২০৪৬	১০/০৭/২০১৯
৩৩.	জনাব তানভীর আরা চৌধুরী, আ-২০৭৭	০৮/২০২৩
৩৪.	জনাব জেবুন্নেছা বেগম, আ-২১০৭	২৯/০১/২০২২
৩৫.	জনাব আবদুল খালেক, আ-২৩১৮	২০/০২/২০২২
৩৬.	জনাব শহীদুল আলম, আ-২৩৪৮	০৯/০৩/২০২২
৩৭.	জনাব কামরুন নাহার, আ-২৪৫৯	২০/১০/২১
৩৮.	জনাব মোঃ আবদুস সামাদ হাওলাদার, আ-২৭৩৬	২০২২
৩৯.	জনাব কাশি নাথ বসাক, আ-২৮৪৯	২৫/০৪/২০২৩
৪০.	শেখ আকবর আলী, আ- ৩০০৮	১৩/০৫/২০২৩
৪১.	জনাব মোঃ ইদ্রিস আলী মিয়া, আ-৩৮০১	১০/০৮/২০২৩
৪২.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, আ-৩৩৭৩	২১/১০/২০২২
৪৩.	জনাব শাহ ইমরান কবির, আ-২৩৯৯	২১/০৮/২০২৪
৪৪.	জনাব তালুকদার সাইফুল ইসলাম, আ-১৭৮২	০২/০৯/২০২৪
৪৫.	জনাব সালাউদ্দিন মাহমুদ, আ-৪৫২০	৯/১০/২০২৪
৪৬.	জনাব আবদুল খালেক, আ-৪৭৩৮	০৫/০৬/২০২৪
৪৭.	জনাব মুহাম্মদ জয়নাল হোসেন, আ-২৮০৯	১৫/১০/২০২৪
৪৮.	জনাব মোজাম্মেল হক, আ - ৭৩৬	১৭.০৮.২০২৩
৪৯.	বীর মুক্তিযোদ্ধা এম মিজানুর রহমান, আ-৯৪০	২৫.১০.২০২৪
৫০.	জনাব রফিদুল ইসলাম খান, আ-৯৩০	২৬/১০/২০২৪
৫১.	জনাব মোহাম্মদ আবদুস সবুর, আ- ১২৪১	৪/০৬/২০২৪
৫২.	ড. আজফার আহমেদ, আ-২৩৯৬	০১/১১/২০২৪
৫৩.	জনাব আবদুল্লাহ হারুন পাশা, আ- ১১৬৫	০৬/১১/২০২৪
৫৪.	জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন, আ-২১২০	২৬/১১/২০২৪
৫৫.	সৈয়দ আবদুস সালাম, আ-২৪৮৩	০৯.১০.২০২৪
৫৬.	জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন, আ-১৭৪৬	২০/১০/২০২০
৫৭.	জনাব মোঃ মতিউর রহমান, আ-২৩৫৫	১৬/১২/২০২৪

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুর তারিখ
৫৮.	জনাব মোঃ নুরুল হক মিয়া, আ-৩৮৫২	১৬/১০/২০২৩
৫৯.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মাহবুব হোসেন খান, আ- ১৫৫৭	১৩/১২/২০২৪
৬০.	জনাব মোঃ শাহ আলম, আ-২৩৮৫	৩/১২/২০২৩
৬১.	জনাব আবু নাসের ওয়াহিদ, আ ১২১৭	৩/১২/২০২৪
৬২.	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া, আ-৩০২৮	২০২২
৬৩.	জনাব শানুর উদ্দিন আহমেদ, আ-৩৪৭৮	৮/৯/২০২৫
৬৪.	জনাব আবদুল হামিদ, আ-৪১৭১	০৮/১০/২০২৫
৬৫.	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, আ-৫০২০	০১/১০/২০২৫
৬৬.	বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন তালুকদার, আ-৩৫৮৪	১৪/০৯/২০২৫
৬৭.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমান উল্লাহ, আ-১৯৬৮	১৪/০৭/২০২৫
৬৮.	জনাব মোঃ নবীউল হক মোল্যা, আ-৪৫৭৪	০৯.০৪.২০২৫
৬৯.	জনাব মালিক মোঃ ফজলুল হক, আ-৪৪০৮	০৯/০১/২০২৫
৭০.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিল্লুর রহমান, আ-২১৮৩	০৯/০৪/২০২৫
৭১.	জনাব মোঃ দলিলুর রহমান, আ - ১৩৩০	২১.০৭.২০২৫
৭২.	জনাব মোঃ শামসুল হক, আ-২৪৫৬	১১/০৬/২০২৫
৭৩.	জনাব এম এ সাত্তার, আ-৪৫১৬	১১/০৬/২০২৫
৭৪.	চৌধুরী নাসিরুজ্জামান, আ-২৮১২	৩০/০৭/২০২৫
৭৫.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, আ-১২১৮	৬/০১/২০২৪
৭৬.	জনাব আফতাব উদ্দিন আহমেদ, আ- ১২৯৫	০২/০৯/২০২৩
৭৭.	জনাব মফিজুল ইসলাম রাজ খান, আ-৩০৪৯	০৭/০২/২০২৪
৭৮.	জনাব মোঃ শাহজাদা, আ-৩১৭৮	০৯/০৩/২০২৪
৭৯.	জনাব মোঃ শফিউদ্দিন, আ-২২৯২	১৮/০৩/২০২৪
৮০.	জনাব জামাল উদ্দিন আহমেদ, আ-৩২৮২	০৯/০৩/২০২৪
৮১.	জনাব মোতাহহারা মান্নান, আ-২০০৫	১৯/০৩/২০২৪
৮২.	জনাব মোঃ শরীফুল আলম, আ-৩৪১২	২৮/০৩/২০২৪
৮৩.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবদুর রউফ, আ-২৪০৭	১৩/০৮/২০২৩
৮৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহাবুদ্দিন মজুমদার, আ-২৮৪৫	২০২৩
৮৫.	বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ মোঃ মোজাহারুল হান্নান, আ- ৪১৭৫	২০২৩
৮৬.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ এমদাদুল হক, আ -১৭৭৭	২০২০

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুর তারিখ
৮৭.	জনাব আরশুদা খান, আ – ১০৩৩	
৮৮.	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, আ-১০৩০	৮/১১/২০১৯
৮৯.	বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজ আহমেদ ভূঁইয়া, আ-২৮৬৫	০৯ মে, ২০২৪
৯০.	বীর মুক্তিযোদ্ধা এস কে হাবিবুল্লাহ, আ-৩৮৩০	২৩ মে, ২০২৪
৯১.	জনাব নাছির উদ্দিন আহমেদ, আ-২৩৪৯	২০২১
৯২.	জনাব এ, কে, এম, ফজলুল হক, আ- ২৭৪১	০৬/০৬/২০২৪
৯৩.	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, আ-২৩১৫	২০১৮
৯৪.	জনাব মোঃ আতাউর রহমান, আ-৪১০৬	২৭/০৬/২০২৪
৯৫.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রুহুল আমিন বাবুল, আ-৩৫৯৩	১২/০৬/২০২৪
৯৬.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, আ-২০০৪	১৯/০৭/২০২৪
৯৭.	প্রফেসর রওশন জাহান, আ-২৬৩৩	০৫/০৮/২০২৪
৯৮.	জনাব মোঃ আবদুল লতিফ মন্ডল, আ- ১২৫০	১০/০৮/২০২৪
৯৯.	জনাব শফিকুর রহমান, আ-২০২৮	২৬/১১/২০২৩
১০০.	বীর মুক্তিযোদ্ধা খান হাবিবুর রহমান, আ-২৪৯৯	মৃত
১০১.	জনাব মোঃ আবুল কালাম, আ-২২৯০	২২/৯/২৫
১০২.	বীর মুক্তিযোদ্ধা নিত্য গোপাল পাল, আ-১৩৫৫	১২/৮/২৫
১০৩.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সাইদুজ্জামান, আ-২১১৭	১৩/৯/২৫
১০৪.	কাজী মেরাজ হোসেন, আ-৫২৩০	১২/৯/২৫
১০৫.	শেখ মুজিবুর রহমান, আ-৪৭৬৯	২০২৫
১০৬.	জনাব দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, আ- ১১৮১	২০/০২/২০২৪
১০৭.	জনাব মোঃ খুরশীদ আলী, আ-১৮০৭	২৮/১১/২০১৭
১০৮.	জনাব মাহবুবুর রহমান, আ-৩০১৬	১১.০৯.২০২৫
১০৯.	জনাব এ কে এম আবদুল বারেক খান, আ- ১৬০৫	১৯/০২/২০২৪
১১০.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নজরুল ইসলাম, আ– ১৭২৪	২৬/১১/২০২৫
১১১.	খন্দকার মোঃ নজরুল ইসলাম, আ-৪১৫৬	২২/১১/২০২৫
১১২.	জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, আ-৪৮০৭	০৬/০৬/২০২৫
১১৩.	জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান, আ-১৮৭৭	২০/১১/২০২৫
১১৪.	জনাব মোঃ শামছুল আলম, আ-৪২২৭	অক্টোবর, ২০২৫

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুর তারিখ
১১৫.	জনাব মোঃ নবীউল হক মোল্যা, আ-৪৫৭৪	০৯.০৪.২০২৫
১১৬.	প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সিদ্দিকী, আ-৩৯১৩	২৪/১১/২০২৫
১১৭.	জনাব মামুনুর রশীদ মীর, আ-৪৫৬৫	০১/০১/২০২৬
১১৮.	জনাব ডঃ মোঃ শামসুল হক মিয়া, আ- ১৩৮৩	১৩/১২/২০২৫
১১৯.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হামিদুল হক, আ- ১৬৩৯	২৬/১২/২০২৫
১২০.	জানাব মোঃ ইদ্রিস আলী, আ-৪৩৪১	৯/৮/২০২৫
১২১.	জনাব এম, হাফিজউদ্দিন খান, আ-১০৭৬	২১ .০১.২০২৬
১২২.	জনাব শেখ মোখলেছুর রহমান, আ- ১৫৮৭	২২/০১/২০২৬
১২৩.	জনাব শামসুন নাহার, আ-২৩৩৪	০৩/০১/২০২৬
১২৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ হোসেন মিয়া, আ- ১৫৬৯	০৬/০২/২০২৬
১২৫.	জনাব এম মমিনুল হক, আ-২৩৫২	১৬/০৩/২০২৬
১২৬.	কৃষিবিদ মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ, আ-১৮৫১	৩১/০৩/২০২৬
১২৭.	মির্জা আবুল হাসনাত ইনামুল বারী ফারুক, আ-৪০৮৮	১৫/০৪/২০২৬
১২৮.	জনাব মুহঃ আজীজুল করিম, আ-১০৭২	২৭/০২/২০২৫
১২৯.	জনাব এস এম আব্দুস সবুর, আ-২৮৩৭	২০২৬